NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ সিডনিতে মাইলফলক ছুঁতে না পেরে কেন হতাশ স্মিথ

গুজরাতে এইচএমপিভি আক্রান্ত আরও এক ৭

কলকাতা ১১ জানুয়ারি ২০২৫ ২৬ পৌষ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.01.2025, Vol.18, Issue No. 211, 8 Pages, Price 3.00

পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় ফের হোঁচট উত্তুরে হাওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় আবার বাড়তে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গের তাপমাত্রা। উত্তুরে হাওয়া বাধা পাচ্ছে। রবিবার থেকেই তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবারের মধ্যে বেশ খানিকটা চড়তে পারে পারদ। উত্তরবঙ্গের দু'-একটি জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

শুক্রবার অবশ্য কলকাতার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই ছিল। ভোরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছিল ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের

চেয়ে ০.৭ ডিগ্রি কম। আগামী দু'দিন রাতের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হবে না। তার পরের তিন দিনে আবার দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ চড়বে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত শুকনো আবহাওয়া থাকছে। কুয়াশার কারণে সমস্যা হতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও আগামী দু'দিন তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না। তার পরের তিন দিনে পারদ কিছুটা চড়তে পারে। জেলাগুলিতে মোটের উপর আবহাওয়া থাকছে শুকনো। সোমবার দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের কিছু কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। এ ছাড়া, কুয়াশার কারণে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলাতেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সকালের দিকে দৃশ্যমানতা নেমে আসতে পারে ৫০ মিটারের নীচে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে শুক্রবার হাজির হয়েছে নতুন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। আপাতত পৌষ সংক্রান্তির শীতে কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটাই। এর প্রভাবে উত্তুরে হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে অবাধে প্রবেশ করতে পারছে না। ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটলে তাপমাত্রা আবার কমতে পারে।

দলবিরোধী কাজের শাস্তি!

আরাবুল এবং শান্তনুকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম এবং প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। শুক্রবার এই ঘোষণা করেছে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, বৈঠকে আলোচনার প্রেক্ষিতে আরাবুল এবং শান্তনুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে দল।

গত বছর অগস্টে আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে মুখ খোলার পর দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় শান্তনুর। অন্যদিকে, অপরাধের মামলায় জামিন পাওয়ার পরেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে কোণঠাসা ছিলেন আরাবুল।

গত ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবসে দলীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে দলের আর এক গোষ্ঠীর সঙ্গে গন্ডগোলে জড়ান আরাবুল। একদা শিক্ষিকাকে জলের পাত্র ছুড়ে মারার অভিযোগে অভিযুক্ত আরাবুলের গাড়িতে সে দিন পাথর ছোড়েন তৃণমূলেরই কর্মীরা। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা আরাবুলকেই দায়ী করেন। তিনি জানান, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ নিয়ে অভিযোগ জানাবেন। তার পরেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানা গেল।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে তাঁর কথাবার্তা, সমালোচনার জন্য কি পদক্ষেপ করল দল? শান্তনু জানিয়েছেন, সেটা তিনি মনে করেন না। কারণ, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তিনি অনেক আগে মুখ খুলেছিলেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদের কথায়, 'সন্দীপ ঘোষের হাত ধরে আরজি করের অব্যবস্থার কথা নিয়ে আমি আগেও বলেছি। আমি আরজি কর আন্দোলনে মদত দিইনি। এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি মদত দিতে পারে না। কিন্তু ঠিক কথা হয়তো ঠিক জায়গায় পৌঁছয়নি। আমি আন্দোলনের সময় তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিনি।'

শান্তনুর সংযোজন, 'কোনও দুর্নীতিতে আমার নাম জড়ায়নি। ইডি-সিবিআই আমার বাড়িতে 'রেড'-ও করেনি। আমার কোন কাজটি দলবিরোধী হিসাবে বিবেচিত হল, সেটাই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তবে দলীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। আমি এখনও তৃণমূলে আছি।'

বড়বাজারে ফুটপাতে উঠে পড়ল বাস, মৃত্যু এক পথচারি মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার মহাত্মা গান্ধি রোডে বাসের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক মহিলার। জখম আরও কয়েক জন পথচারী। শুক্রবার হাওড়াগামী একটি মিনিবাস রাস্তা ছেড়ে রেলিং ভেঙে উঠে পড়ে ফুটপাতে। সজোরে ধাক্কা মারে পথচারীদের। জখম অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহিলার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার একটি যাত্রীবোঝাই মিনিবাস শিয়ালদহের দিক থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল। বড়বাজারে এমজি রোডের উপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। ফুটপাতের রেলিংয়ে ধাক্কা মারার অভিঘাতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। ভেঙে যায় বাসের নম্বরপ্লেটও। দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছে এক শিশু। আহতেরা সকলেই একই পরিবারের লোক। আহতদের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে উঠে পড়ে। ঘাতক বাসটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাসের চালককেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাসের গতি বেশি ছিল, না কি যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এ ছাড়াও দুর্ঘটনাস্থল এবং তার আশপাশের সিসি ক্যামেরা ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। জনবহুল এলাকায় নজরদারির অভাব বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁদের দাবি, বড়বাজারের মতো এলাকায় বাসের কোনও স্টপেজ নেই। যাত্রীরা প্রায় দৌড়ে বাস থেকে ওঠানামা করেন। সব সময়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তার উপর মাঝেমধ্যেই বাসগুলি যাত্রী তোলার জন্য নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বড়বাজার থানার পুলিশ।

কলকাতায় বার বার বাস দুর্ঘটনার ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। দিন কয়েক আগেই তেলেঙ্গাবাগানে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন এক মহিলা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দু'টি বাসের রেষারেষির জেরেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এলাকায় বেপরোয়া গতিতে বাস চললেও ট্র্যাফিক পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ তাঁদের। গত বছর নভেম্বরে সল্টলেকে দুই বাসের রেষারেষিতে আয়ুষ পাইক নামে এক চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছিল। তবে তাতেও কমানো যায়নি বাস রেষারেষির ঘটনা। বাসের রেষারেষি রুখতে কড়া পদক্ষেপও করে সরকার। বিভিন্ন বাসমালিকদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কয়েক দফা নির্দেশিকাও জারি করা হয়। কিন্তু তার পরও বাসচালকদের হুঁশ ফেরেনি, তা শুক্রবারের ঘটনা আরও এক বার প্রমাণ করল।

'নিঃশর্ত রেহাই' ট্রাম্পের

নিউ ইয়র্ক, ১০ জানুয়ারি: পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। আর তারপর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল মামলায় সাজা ঘোষণা নিয়ে। কিন্তু মসনদে বসার দিন দশেক আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'নিঃশর্ত রেহাই' দিল মার্কিন আদালত। অর্থাৎ জেল কিংবা জরিমানা কিছুই হচ্ছে না তাঁর।২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। গত বছরের মে মাসে প্রথম প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিউ ইয়র্কের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। তবে ভোটে লড়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি তাঁকে। কারণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সাজা ঘোষণা স্থগিত রেখেছিল আদালত।

এসপি বদল বীরভূমে এবং পূর্ব বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূত্রে বীরভূমের কয়েক জন আইসির কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই জেলার পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে বদলি করা হল এ বার। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হল পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার আমনদীপকে। অন্যদিকে, রাজনারায়ণকে রাজ্য পুলিশের ট্র্যাফিকের এসপি করা হয়েছে। পুলিশে রদবদল নিয়ে শুক্রবারই নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। বীরভূম ছাড়াও পূর্ব বর্ধমানের এসপি বদল করা হয়েছে। সেই জেলায় এসপি করা হল আইপিএস সায়ক দাসকে। তিনি সিআইডি স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে ছিলেন।

দুলাল-খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে খবর, দুলাল ওরফে বাবলার খুনে ব্যবহৃত একটি নাইন এমএম পিস্তল, দু'টি ওয়ান শটার পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। তা ছাড়াও গত ২ জানুয়ারি আততায়ীরা যে পোশাক পরে দুলালকে খুন করতে এসেছিল, সেগুলোও পাওয়া গিয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় ধৃত দুই মূল চক্রী নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং স্বপন শর্মাকে নতুন করে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল মালদা আদালত। শুক্রবার ধৃত দুইজনকে মালদা সিজিএম কোর্টে পেশ করা হয়। যদিও এদিন ওই দুই অপরাধীর বিরুদ্ধে মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের কোনও আইনজীবীরাই পক্ষে দাড়ায়নি। সরকারি পক্ষের আইনজীবী দেবজ্যোতি পাল দুই অপরাধীকে পুলিশে হেপাজতে নেওয়ার বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। এরপরই সিজিএম কোর্টের বিচারক সুজিত কুমার ব্যানার্জি ধৃত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি এবং স্বপন শর্মাকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ধৃতদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজত

মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর খুনে গ্রেপ্তার হন টিঙ্কু ঘোষ, শামি আখতার, অভিজিৎ ঘোষ-সহ সাত জন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও সাতটি কার্তুজ মিলেছে। তা ছাড়া অভিযুক্তেরা সে দিন যে জামাকাপড় এবং জুতো পরেছিলেন, সেগুলোও মিলেছে। এতে তদন্তপ্রক্রিয়া আরও সহজ হল বলে মনে করছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ইংরেজবাজারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। খুনের কারণ 'অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত' বলে জানিয়েছে পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে বার বার এলাকা পরিবর্তন করছে দুলাল-খুনে দুই অভিযুক্ত রোহন রজক ও বাবলু যাদব। শিলিগুড়ি থেকে নেপাল এবং উত্তরপ্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। খুনের দিন ব্যবহৃত বাইকের চালক আশরাফ খানও ফেরার। আশরাফ 'শার্প শুটার'। তাঁর উপরেই দায়িত্ব ছিল দুলালের মৃত্যু নিশ্চিত করা।

যদিও এখনও পুলিশি তদন্তে আস্থাশীল নন মৃতের স্ত্রী চৈতালি ঘোষ সরকার। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'তদন্তে সন্তুষ্ট নই। এর শেষ দেখতে চাই।' তিনি এ-ও বলেন, 'রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গে আমি একজন আইনজীবীও। আমি এটা ভাল করে বুঝতে পারছি যে, এই ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত রয়েছেন। ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি না, সেটা বলব না। তবে আমার দল এবং প্রশাসনের উপর বিশ্বাস রয়েছে, তারা অভিযুক্তদের বার করবে। আমি অপেক্ষায় রয়েছি।'

কোচবিহারেও সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে লাগাতার উস্কানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের পর এবার কোচবিহার। ফের অরক্ষিত সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঝামেলা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবির। মেখলিগঞ্জের এই ঘটনায় শেষে বিএসএফ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেয়। এই জটিলতার জেরে আপাতত কাঁটাতার বসানোর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দহগ্রাম সীমান্তের অরক্ষিত অংশে কাঁটাতার লাগাচ্ছিলেন গ্রামবাসীরা। গুঞ্জন, বিএসএফই গ্রামবাসীদের দিয়ে এই কাজ করাচ্ছিল। প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ ফেন্সিংয়ের কাজ হয়ে গিয়েছিল। এরপরই ওপার থেকে বিজিবি তাঁদের কাজে বাধা দেয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বিজিবি-র তরফে বলা হয়, এখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাবে না। গ্রামবাসীরা জানান, দু কিলোমিটার কাঁটাতার দিতে হবে, আরও কাজ বাকি। তাতে বাধা দেয় বিজিবি। এনিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিজিবি-র বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ছুটে আসে বিএসএফ। দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। বিকেলে দুপক্ষের পতাকা বৈঠক হতে পারে।

এর আগে মালদহের বৈষ্ণবনগর এবং সুখদেবপুরে এলাকার অরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার জেরে বৃহস্পতিবার বনগাঁর পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তে ফ্ল্যাগ মিটিং হয় দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। তাতে বিজিবি-কে সমঝে দেওয়া হয়, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা করা বিএসএফের দায়িত্ব। তাই কাঁটাতারহীন এলাকায় তা বসানো হবে। কিন্তু তারপরও শুক্রবার একই পরিস্থিতি হল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে।

নতুন এলাকায় ছড়াচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলসের আগুন

লস অ্যাঞ্জেলস, ১০ জানুয়ারি: নতুন এলাকায় ছড়াতে শুরু করেছে লস অ্যাঞ্জেলসের আগুন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে ওয়েস্ট হিলসে নতুন করে আগুন ছড়াতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন কাউন্টি শেরিফ রবার্ট লুনা। তাঁর কথায়, 'মনে হচ্ছে যেন পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে।' স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, আগুন এত দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে যে, কয়েক ঘণ্টায় ৯০০ একর জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

মৃত বেড়ে ১০

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, প্যাসিফিক পালিসাডেসে ১৯০০০ একর জমি পুড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, আল্টাডেনায় আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে ১৩০০০ একর জমি। এই দুই জায়গায় বসতি এলাকা আগুনের গ্রাসে চলে যাওয়ায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে অন্যত্র সরানো হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে জ্বলতে থাকা ক্যালিফর্নিয়ার আগুন-সঙ্কট নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষমেশ ন্যাশনাল গার্ডকে ডাকা হয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলসের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হল প্যাসিফিক প্যালিসাডেস এবং আল্টাডেনা। এখানে প্যারিস হিল্টন, অ্যান্থনি হপকিন্স, বিলি ক্রিস্টালের মতো বহু হলিউড তারকার বাসভবন রয়েছে। সেগুলিও আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে। ১ লক্ষ ৮০ হাজার বাসিন্দাকে উদ্ধার করা হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলসের মেয়র কারন বাস জানিয়েছেন, নজিরবিহীন ঘটনা। এ রকম আগে কোনও দিন দেখেননি। চার দিকে শুধু আগুন আর আগুন। নতুন নতুন এলাকায় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সেই আগুন। দমকলকর্মীরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আগুনের রূপ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পালিসাডেস, আল্টাডেনা, পাসাডেনা এলাকা। দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৩ লক্ষ ঘরবাড়ি। প্রায় ১ লক্ষ বাসিন্দা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন।

মঙ্গলবার প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী পালিসাডেস এলাকায় প্রথম দাবানলের আগুন ঢুকে পড়ে। বুধবার বিকেলের পরে তিনটি বড়সড় আগুন এগিয়ে আসতে থাকে শহরের দিকে। শুষ্ক, ঝোড়ো হাওয়ায় আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। লস অ্যাঞ্জেলসের কোথাও কোথাও আগুনে-হাওয়ার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি। বিলাসবহুল প্রাসাদ আর বাংলোয় সাজানো লস অ্যাঞ্জেলস শহরের বহুলাংশ এখন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ফুরিয়েছে জল। বিদ্যুৎহীন বিস্তীর্ণ এলাকা।

সাধারণত জুন এবং জুলাইয়ে দাবানলের ঘটনা ঘটে থাকে ক্যালিফর্নিয়ায়। অক্টোবর পর্যন্ত তার জের থাকে। কিন্তু এ বার ঘটনার ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেল সেখানে। আর এখান থেকেই নানা রকম প্রশ্ন এবং সন্দেহের জন্ম নিচ্ছে। এখনও আগুন লাগার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় গত কয়েক মাস ধরে বৃষ্টির কোনও দেখা নেই। ফলে রুদ এবং শুষ্ক আবহাওয়া সেখানে। আমেরিকার খরাবিষয়ক দপ্তর জানিয়েছে, এ বছর ক্যালিফর্নিয়ার ৬০ শতাংশ অঞ্চল খরাপ্রভাবিত। গত বছর যা ছিল চার শতাংশের কম।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি — নবপত্রিকা
সোম — স্বাস্থ্য বীমা — আরোগ্য
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি — লক্ষ্যভেদ
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি — ঘুরে দেখি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং — অর্থমন্ত্র
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ — বায়োস্কোপ
শনি — অর্ধেক আকাশ — চিত্রালেখা

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২০২৫ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে A/58 নং এফিডেভিট বলে আমি Payel Pandit D/o. Basu Pandit নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র SK AKSA W/o SK SAM-SUDDIN নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Nag S/o. Sachindra Lal Nag ও Ashok Kr. Nag S/o. S. Nag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৩ নং এফিডেভিট বলে Sanjib Chakraborti S/o. Ratan Chakraborti ও Sanjit Chakraborty S/o. R. Chakraborty সাং বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪১৮ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Panda S/o. Moni Mohan Panda ও Tapan Kr. Panda S/o. M. Panda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sonali Mukherjee (old name) W/o. Sudip Mukherjee, D/o. Swapan Kumar Dasgupta, R/o. 460, Tolafatak, Mitrabagan, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sonali Mukherjee (Dasgupta) (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sonali Mukherjee & Sonali Mukherjee (Dasgupta) W/o. Sudip Mukherjee, D/o. Swapan Kumar Dasgupta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৩ নং এফিডেভিট বলে Chandeashar Roy S/o. Sukdau Roy ও Chandeshwar Rai S/o. Sukhdev Rai সাং ছোট খেজুরিয়া, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Prodip Jana (old name) S/o. Ajit Jana R/o. Nizampur, Bora, Singur, Hooghly-712306, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pradip Jana (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Prodip Jana & Pradip Jana S/o. Ajit Jana উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Soumya Jana.

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Kumkum Bhowmik W/o. Gautam Bhowmik D/o. Sani Bhusan De R/o. Firm Side Road 2 No. Lane, Simla, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sani Bhusan De S/o. Panchanan De & Ganesh Chandra De S/o. Panchanan De উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Mukhopadhyay Samajdar W/o. Rupam Bhattacharjee R/o. Flat No. N. 4th Floor, Annapurna Devine, Bandel Station Road, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Nabanthika Sarkar D/o. Mousumi Mukhopadhyay Samajdar ও Nabanthika Bhattacharjee D/o. Mousumi Mukhopadhyay Samajdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমার কন্যার সঠিক নাম Nabanthika Sarkar.

CHANGE OF NAME

I, Man Mohan Saraf S/O Lt. Narayan Saraf residing at 34 Vivekananda Road, Kolkata. Have Changed my name from Mohan Saraf to Man Mohan Saraf vide affidavit no.8420 dt. 09/01/2025 before the Ld. Judicial Magistrate Alipore.

CHANGE OF NAME

I GORIMA SHIBENDRA DEY D/O Shibendra Dey, aged about 24 years, residing at No. 2A, 2nd Floor, Gamma Garden, Madurdaha, Hossainpur P.O.E.K.T., P.S. Anandapur, Kolkota, West Bengal - 700107, have changed my name and shall henceforth be known as GORIMA DEY, as declared before the notary Ld. Judicial Magistrate Court, 1st Class, vide affidavit no. 38AA 109802 dated 08-01-2025 sworn before Notary Chyan Chattrapadhya, Kolkata.

E-TENDER

E- Tender are invited by The Prodhan, Sahebnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, Pin-741156. **NIET NO. 18/15th CFC UnTied(06) 2024-2025 (06), 19/15th CFC UnTied (01) 2024-2025(01),** Last date of submission **13/01/2025 up to 9.55a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Sahebnagar Gram Panchayat

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No. 14e/ KNGP/2024-25 & 15e/ KNGP/2024-25.** Last date of submission **16.01.2025 & 20.01.2025 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat.

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 01/15TH FC/ UNTIED/ 2024-25 & 02/15TH FC/TIED/2024-25.** Last date of submission **16.01.2025 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat.

নোটিশ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমরা (১) পিঙ্কি অধিকারী, স্বামী- রাজ অধিকারী, পিতা- তপল বিশ্বাস, মাতা- পূর্ণিমা বিশ্বাস, সাকিন- বাজারপাড়া, পোঃ ও থানা- লকশালবাড়ি, পিন- ৭৩৪৪২৯, (২) টুম্পা ব্যানার্জী, স্বামী- উদয় জ্যোতি ব্যানার্জী, পিতা- তপল বিশ্বাস, মাতা- পূর্ণিমা বিশ্বাস, সাকিন- হামিমিমা, পোঃ ও থানা- লকশালবাড়ি, পিন- ৭৩৪৪২৯, জেলা- দার্জিলিং পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার মূলং (৩) দীপা বিশ্বাস মরকার, স্বামী- অনুপ মরকার, পিতা- তপল বিশ্বাস, মাতা- পূর্ণিমা বিশ্বাস, সাকিন- আমবাড়ী বর্ডার, পোঃ কমলাবাগান থানা- ফাঁসিদেওয়া, পিন- ৭৩৪৪২৬, জেলা- দার্জিলিং যাহা বিগত ইংরাজী ০১/১০/২০২৪ তারিখে মোকাম শিলিগুড়ি - মোষপুকুর এ.ডি.এম.আর অফিসের ১ নং বহির মি.ডি ১৪০৮ ডলুমের ৯৯৯১৩ লাং পাতা হইতে ৯৯৯২৮ নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ৪৯৬১ নং আমমোক্তার প্রাপ্ত করা হল দীপা বিশ্বাস ওরফে দীপা মরকার গত 2/10/2024 I-8514/24 তারিখে (১) মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, (২) তুষার বিশ্বাস, (৩) পিযুষ কান্তি বিশ্বাস সকলের পিতা স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, ১ ও ২ নং সকিল- ও পোঃ- দৈয়ের বাজার, থানা- চাপড়া, পিন- ৭৪১১৬৪, জেলা- নদীয়া ৩ নং প্রহিতার সাকিল- ৮ নং মলিন্দ্রনগর, পোঃ- কাশিমবাজার, থানা- বহরমপুর, পিন ৭৪২১০২, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মৌজা- ১০০ নং মহৎপুর খতিয়ান নং- ১৯৮৪, দাগ নং- আর.এম. ও এল.আর. ১৪৮৪৮ ও ১৯৩৫৫ সর্বমোট সম্পত্তির পরিমান ০১ শতক বিক্রয় করা হল। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে চাপড়া BL & LRO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সাক্ষাত করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

PARAMITA SARKAR, Advocate
Krishnanagar Judges Court

PUBLIC NOTICE

My Client Hiralal Sharma, S/o Lt. Ananta Sharma, P.O. Agarpara, Dist. North 24 Parganas, Kolkata 109, Mob. 9748806150, Purchased 14 decimals of land in Mouza-Agarpara, J.L. No. 11, Khatian No. 705 from Sk. Sahebjan, S/o Lt. Sk. Khatai, No. 22, Pharibagan, Makanji Rd., Belgharia, N 24 Parganas, Kolkata 700058, Regd. Sale Deed No. 2811, Dt. 25/09/1981. My said Client built a house "Ananta Bhavan" in the year 1982 and residing at the place uninterruptedly. It is free from all encumbrances.

Any person or persons having any right or interest by way of inheritance or claim against the said land and shares should send their claims in writing to the undersigned along with the documentary evidence in support of the said claim thereof within 15 days of publication of the said Notice, failing which claims in any shall be deemed to have been waived.

Mr. Asish Kumar Ghosh, Advocate,
Chandannagar Court,
Mob : 9836279979

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of trhe District Delegate, Paschim Medinbipur
Succession Certificate
Case No. 36 / 2024
Abdul Mazid Khan @ Abdul Majid Khan & Others
...Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মৃত নাসিমা খাঁতুন, পিতা -আব্দুল মাজিদ খান প্রঃ আব্দুল মাজেদ খাঁন, সাং- জয়কৃষ্ণপুর, পোঃ- রাউতড়া, থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির নিম্নলিখিত ত্যক্ত অস্থাবর সম্পত্তিতে সাকশেসান সার্টিফিকেট পাইবার প্রার্থনায় তস্য ওয়ারিশগন আব্দুল মাজিদ খান প্রঃ আব্দুল মাজেদ খাঁন ও তাহেরা বিবি প্রঃ তাহেরা খাতুন দরখাস্তকারীগন হইয়া অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এবং অত্র মোকর্দ্দমার পরবর্ত্তী দিন ইং ১৩.০২.২০২৫ তারিখে রহিয়াছে। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া কোন উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- শালবনী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, বড় সিজুয়া শাখায় গচ্ছিত, Sagings A/c No. 32981856263 as Rs. 2,29,701.00.

অনুমত্যানুসারে,
Laxman Sing
সেরেস্তাদার,
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ডেলিগেট
আদালত, মেদিনীপুর
০৯/০১/২০২৫

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই জানুয়ারি। ২৬ শে পৌষ। শনি বার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ, সকাল ৭/ ৪৪ মিনিট পরে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী র প্রয়াণ দিবস। শুভ কর্ম দীক্ষা। কুর্মদ্বাদশী ব্রত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাংলার বাড়ি প্রকল্প রূপায়ণে একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্প রূপায়ণে যাতে কোনও রকম দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে তার জন্য একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। যেহেতু ওই প্রকল্পের রূপায়নে পঞ্চায়েত স্তরে সব থেকে বেশি অভিযোগ উঠেছে তাই এবার এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কর্তাদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং নির্মাণ সহায়কদের বা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের ওই প্রকল্পের কাজে কোনও ভাবেই নাক গলাতে দেওয়া হচ্ছে না।

পঞ্চায়েতের আধিকারিকদেরও দূরে রাখা হচ্ছে। পুরো দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বিডিওদের হাতে। সেই সঙ্গেই যাঁরা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ইতিমধ্যে টাকা পেয়েছেন তাঁরা ঠিকমতো বাড়ি বানাচ্ছেন কিনা, তার উপরে নজর রাখতেও বলা হয়েছে বিডিওদের। কাজ শেষের জন্যে নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর অন্যথা হলেই ব্যবস্থা নেবেন বিডিওরা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গ্রামে বাড়ি তৈরি করা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পরে দফায় দফায় রাজ্যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। তাদের রিপোর্টে উঠে এসেছিল, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকলেও অনেকে বাড়ি না বানিয়ে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আদৌ বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিনা, তার উপরে নজর রাখতে বলা হয়েছে বিডিওদের। এর জন্যে নিয়মিত ইনস্পেকশন করবেন ব্লক আধিকারিকরা। ঘরের ছবিও তুলে রাখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট উপভোক্তার কাছে কেউ টাকা দাবি করছেন কিনা, সে বিষয়েও খোঁজখবর নিচ্ছেন ব্লক আধিকারিকরা। নবান্নের নির্দেশ, যাঁরা প্রথম দফায় টাকা পেয়েছেন তাঁদের আগামী এপ্রিলের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। জানুয়ারির মধ্যে লিনটন ঢালাই শেষ করতে হবে। অন্যথায় তাঁদের নোটিস ধরানো হবে। কেউ ইচ্ছা করে টাকা ফেলে রাখলে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করবেন বিডিও।

১২ ও ১৯ জানুয়রি মেট্রো চলবে না গ্রিন লাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পর পর দুটো রবিবার বন্ধ থাকবে কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনের পরিষেবা। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, চলতি মাসের ১২ ও ১৯ জানুয়রি মেট্রো চলবে না গ্রিন লাইনে। মেট্রোর ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত লাইনে আগামী দুই রবিবার কোনও মেট্রো চলবে না। যেহেতু রবিবার অফিস যাত্রীদের চাপ থাকে না এবং নিত্য যাত্রীদের চাপও খানিকটা কম থাকে, তাই রবিবারই পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওই দুই দিন কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল বা সিবিটিসির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলবে।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে স্বচ্ছতা আনতে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে স্বচ্ছতা আনতে এবং কালো টাকা উদ্ধার করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিটি সমবায় ব্যাঙ্কে থাকা সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলির তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার একটি বৈঠকে জানিয়েছেন, আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত তথ্য জমা দিতে হবে। এর মধ্যে বড় অঙ্কের লেনদেন, দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্ট, এবং কেওয়াইসি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হিসেব বহির্ভূত কালো টাকার লেনদেনের অভিযোগ সামনে এসেছে। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রশাসনিক বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্যের সমস্ত ছোট ও বড় সমবায় ব্যাঙ্ককে গত ২২ মাসের মধ্যে এককালীন বড়সড় লেনদেনের তথ্য দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, 'সমস্ত ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কতগুলি অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে, কতগুলি নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং গ্রাহকদের মধ্যে কতজনের কেওয়াইসি নেই, তা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জানাতে হবে।'

শাওমি ইন্ডিয়া প্রকাশ করল রেডমি ১৪সি ৫জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্মার্টফোন ব্র্যান্ড শাওমি ইন্ডিয়া শুক্রবার বিশ্বজুড়ে তাদের রেডমি ১৪সি ৫জি-এর আত্মপ্রকাশের কথা ঘোষণা করল। যা বাজেট স্মার্টফোন বিভাগে উদ্ভাবনের সংজ্ঞা বদলে দিতে চলেছে। অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য, নির্বিঘ্ন কর্মক্ষমতাএবং তড়িৎ গতির ৫জি সংযোগ প্রদানের জন্য ডিজাইন করা রেডমি ১৪সি ৫জি ভারতীয় গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রস্তুত। রেডমি ১৪সি ৫জি-এর উদ্বোধন রেডমি ১৪সি ৫জি সিরিজের অসাধারণ সাফল্যের পরিপূরক, যা ভারতে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা আয়ের অবিশ্বাস্য মাইলফলক অর্জন করেছে। উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে শাওমি ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ম্যানেজার সোমইয়া খান্ডেলওয়াল জানান, যে এই নতুন রেডমি ১৪সি ৫জি-তে রয়েছে ১৭.৫ সেমি (৬.৮৮-ইঞ্চি) এচডি ডট ড্রপ ডিসপ্লে- যার সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ৬০০ নিট, স্ট্রিমিং, গেমিং বা ব্রাউজিং যাই হোক না কেন, রেডমি ১৪সি ৫জি প্রাণবন্ত এবং

নিমগ্ন ভিজ্যুয়াল প্রদান করে। ১২জিবি পর্যন্ত আরএএম এবং ১২৮জিবি ইউএফএস ২.২ স্টোরেজ থাকায় এই মোবাইল মাল্টি টাস্কিং, গেমিং এবং অ্যাপ নেভিগেশন খুব সহজেই চালনা করে। রেডমি ১৪সি ৫জি-এর ৫০এমপি এআই ডুয়াল-ক্যামেরা সিস্টেম যেকোনও আলোয় প্রাণবন্ত ও বিশদ ছবি তুলতে পারে। পাশাপাশি ১৮ডাব্লিউ দ্রুত চার্জিং-সহ এর ৫১৬০ এমএএচ ব্যাটারি সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিত করে।

বীজ উৎপাদনের জন্য মৌ-চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রাষ্ট্রীয় বীজ নিগম লিমিটেড এবং বর্ধমানের মন্তেশ্বর এগ্রো ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড-এর মধ্যে বিভিন্ন ফসলের প্রমাণীত বীজের উৎপাদনের জন্য চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর দ্বারা কলকাতার রাষ্ট্রীয় বীজ নিগম লিমিটেড,ক্ষেত্রীয় প্রবন্ধক অসীম গঙ্গওয়ার মহাশয় এফপিও'র মাধ্যমে চাষিদের বীজের উৎপাদন কার্যে যুক্ত করার জন্য ভরপুর প্রচেষ্টা করেছেন। এর ফলে চাষি ভাইরা কৃষি কাজের নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ফসলের উন্নতশীল প্রজাতির সম্পর্কে অবগত হবে। যার ফলে বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষি ভাইদের অর্থ রোজগারও বাড়ানো যাবে।

শুরু হল বেহালা ক্ল্যাসিকাল ফেস্টিভ্যালে'র ত্রয়োদশ সংস্করণ। উপস্থিত ছিলেন মালা রায়, রত্না চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, সেনকো গোল্ড এর কর্ণধার রঞ্জনা সেন প্রমুখ। জীবনকৃতী সম্মান প্রদান করা হয় পন্ডিত গোবিন্দ বসুকে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মিলনী। অনুষ্ঠান চলবে বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সরকারি স্কুলে বাড়ছে পড়ুয়াদের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় বেসরকারি নয় বরং সরকারি স্কুলে বাড়ছে পড়ুয়াদের সংখ্যা। কেন্দ্রের প্রকাশিত রিপোর্টে সামনে এসেছে এই তথ্য। সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রাক প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সরকারি ও সরকারি নিয়ন্ত্রিত স্কুলে পড়াশোনা করে প্রায় ৯০ শতাংশ বাংলার পড়ুয়ারা। আর অন্যান্য রাজ্যে দেখা গিয়েছে একেবারে আলাদা ছবি। সেখানে ৫১ শতাংশ পড়ুয়ারা পড়ে সরকারি স্কুলে।

বলা বাহুল্য, গত ১০ বছর আগে পর্যন্ত সরকারি স্কুল ছেড়ে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট স্কুলে যাওয়ার চল বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজ্যে। অভিভাবকদের মনেও গেঁথে গিয়েছিল যে সরকারি স্কুলে ঠিক করে পড়াশোনা হয়না। এই চিন্তাভাবনার জেরেই রাজ্যে বেড়েছে বেসরকারি মাধ্যমে পড়ুয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি। তবে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিতেই বদলে গিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র। তিনি স্কুল পড়ুয়াদের জন্য একের পর এক সরকারি প্রকল্প করেছেন। আর তাতেই বেসরকারি থেকে সরকারি মাধ্যমে বাড়ছে পড়ুয়াদের সংখ্যা।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ুয়াদের জন্য একাধিক জনমুখী প্রকল্প করেছেন। ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, কন্যাশ্রী থেকে শুরু

আদালতের নির্দেশে সৌরভ আর রাজ্যের জমি চুক্তি বিশ বাঁও জলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যের জমি চুক্তি এই মুহূর্তে বিশ বাঁও জলে। কারণ, রাজ্যের তরফ থেকে ইস্পাত কারখানা তৈরি করার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় ১ টাকায় জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট টিমের প্রাক্তন অধিনায়ককে। এই জমি নিয়ে মামলাও হয় কলকাতা হাইকোর্টকে। প্রশ্ন ওঠে, প্রয়াগের ফিল্ম সিটির জমি, যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তা কীভাবে সৌরভকে ১ টাকায় লিজ দেওয়া হল তা নিয়েই। বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলার শুনানি। মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, রাজ্যের সঙ্গে ওই সংস্থার কী চুক্তি

হয়েছে, তাতে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করবে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার ওই জমি সহ যাবতীয় সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন করাতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আর এই ভ্যালুয়েশনের কাজে রাজ্য যাবতীয় সাহায্য করবে সেবি-কে।

ভ্যালুয়েশনের পর ওই সম্পত্তি নিলাম করতে হবে বলেও জানায় হাইকোর্ট। সেই নিলামে যদি সৌরভ তথা সংশ্লিষ্ট সংস্থা অংশ নিয়ে প্রয়োজনীয় দাম দিতে পারে, তখন সেই সম্পত্তির অধিকার তারা পেতে পারে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি এই ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে হবে হাইকোর্টে। উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় প্রয়াগ গ্রুপকে ফিল্ম সিটি করার জন্য একসময় ৭৫০ একর জমি দিয়েছিল রাজ্য। পরে চিটফান্ড নাম মামলায় নাম জড়ায় ওই গ্রুপের। ফিল্ম সিটিতে বিনিয়োগের টাকা মানুষের কাছ থেকে প্রতারণা করে তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। প্রয়াগ গ্রুপের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযোগ, সেই ৭৫০ একর জমি থেকেই কিছুটা সৌরভকে কারখানার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জমি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে।

সিবিআই'কে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ মামলায় এবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে সিবিআইকে অনুমতি দিল বিশেষ আদালত। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আগামী ২১ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে পেশ করে তা সংগ্রহ করতে পারবেন তদন্তকারীরা। এরই পাশাপাশি শুক্রবার বিচারক এও জানান, সুজয়কৃষ্ণ চাইলে তবেই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা নিতে পারবে সিবিআই, তা নইলে নয়। এর পাশাপাশি এই মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতিও দিল আদালত। ইতিমধ্যে

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হয়েছে।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ইডির মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেও সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। আদালত নিয়মিত তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট চেয়েছে।

গত সোমবার এই মামলায় চার্জ গঠনের জন্য সশরীরে নয়, তাঁকে ভারচুয়াল আদালতে পেশ করা হয়। চার্জ গঠিত হয়েছে 'কালীঘাটের কাকু'-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। এই তালিকায় রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যর স্ত্রী-পুত্ররাও। এছাড়া ২৬ টি সংস্থার বিরুদ্ধেও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার্জ গঠন হয়। তার মধ্যে আদালতের বিশেষ নজরে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এর আগেও তাঁর কণ্ঠস্বর পরীক্ষা নিয়ে একপ্রস্ত জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এবারও সিবিআই অনুমোদন পেলেও সুজয়কৃষ্ণর অনুমতি ছাড়া তা সংগ্রহ করা যাবে না।

এদিকে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চার্জ গঠন হয়ে গিয়েছে। সেই যুক্তি দেখিয়ে আদালতে তিনি বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। তা মঞ্জুর করেছেন বিচারক। বলা হয়েছেন, যখন দরকার হবে বিদেশ যেতে কোনও বাধা নেই কল্যাণময়বাবুর।

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্যানেলে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার কলকাতায় প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্যানেলে স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টের। কারণ, অভিযোগ উঠেছে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরি না করে কলকাতা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে নিয়োগ করা হয়েছে। আর সেই কারণেই পুরো প্যানেলের ওপর আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এই প্রসঙ্গে ২১ জানুয়ারি রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

আদালত সূত্রে খবর, নিয়মানুসারে চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার পর কতদিন চাকরি করছেন অর্থাৎ সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নিয়োগের প্যানেল তৈরি করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এদিকে এই সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে প্যানেল তৈরি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এই বিষয়ে পর্ষদের তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন শিক্ষিকা বনশ্রী মাইতি। এদিন আদালতে সওয়াল জবাবের সময়ে আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের তুলে ধরেন, আবেদনকারী বনশ্রী মাইতি কলকাতার একটি স্কুলে কর্মরত। শিক্ষিকার অভিযোগ তিনি ২০০৩ সালে মেদিনীপুরে একটি স্কুলে চাকরি পান। পরে ২০০৭ সালে তিনি কলকাতার একটি স্কুলে বদলি হন। তিনি বর্তমানে যে স্কুলের সহ শিক্ষিকা সেই স্কুলে সঙ্ঘমিত্রা সিনহা নামে এক শিক্ষিকাকে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বনশ্রী মাইতি।

বনশ্রী মাইতি প্রশ্ন তোলেন, সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সঙ্ঘমিত্রা সিনহা ২০০৬ সালে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২১ জনের নামে যে তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ করেছে সেখানে সঙ্ঘমিত্রা সিনহার নাম আগে কীভাবে এল তা নিয়ে। রাজ্যের আইনজীবী ভাস্কর প্রসাদ বৈশ্যের যুক্তি, ২০০৭ সালের বদলিটাকে নতুন নিয়োগ হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু দুপক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্যানেলে স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন।

বিধাননগরে আর্থিক প্রতারণা, ধৃত দম্পতি

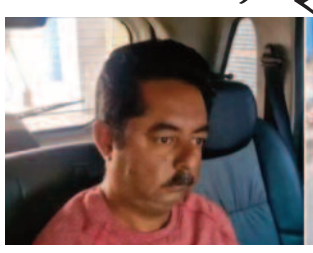

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার প্রতারণার ঘটনা বিধাননগরে। আর এই প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার এক দম্পতি। সূত্রে খবর, একটা পার্টিতে গিয়ে প্রথমেএক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয় বিধাননগরের ওই ব্যবসায়ীর। মহিলার সঙ্গে কথাবার্তাও হতে থাকে। এরপর পরিচয় হয় তাঁর স্বামীর সঙ্গেও। এরপর স্বাভাবিক ছন্দে তিন জনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এর মধ্যেই এই দম্পতি তাঁকে একটি ব্যবসায় মিলিতভাবে কাজ করার প্রলোভন দেখান। আর সেখানেই কেল্লা ফতে। সেই কথার ভিত্তিতে নতুন ব্যবসা শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই ব্যবসায়ীর থেকে দু'কোটি টাকা নেন ওই দম্পতি। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও কোনও ব্যবসা শুরু করেন না তাঁরা। দেখা তো দূরের কথা, ধীরে ধীরে ফোন ধরাও বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীর। ওই দম্পতি ব্যবসায়ীকে একটি প্রস্তাব দেন। ব্যবসায়ী তাতে রাজিও হয়ে যান। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে বিধান নগর পূর্ব থানায় অভিযোগ করেন ব্যবসায়ী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নাম বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা দপ্তর।

তদন্তে নেমে এই দম্পতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ওই ব্যবসায়ীর থেকে টাকার লেনদেনের তথ্য মেলে। এরপরই বৃহস্পতিবার এই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর গোয়েন্দা পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি একটি প্রতারণা চক্র। এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত আছে, তা তদন্ত করে দেখছে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। পুলিশ মনে করছে, একা এই ব্যবসায়ীর সঙ্গেই নয়, হয়তো আরও অনেককেই এইভাবে ফাঁসিয়েছেন এই দম্পতি। একইসঙ্গে এই দম্পতিকে দেখে স্তম্ভিত বিধান নগর পুলিশও। ধৃতদের চেহার একেবারেই সাদামাটা চেহারা, পার্সোনালিটিও বিশেষ নয়। তাহলে কোন জাদুবলে তাবড় বুদ্ধিমান, বিত্তমান ব্যবসায়ীকে জালে ফাঁসালেন তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে পুলিশের আধিকারিকদের মনেও।

১৮ থেকে ১৯ জানুয়ারি জলবন্ধ দক্ষিণ কলকাতার একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এর আগে মেরামতির জন্য টালা ট্যাঙ্ক বন্ধ রাখা হয়েছিল। যার জেরে জল দুর্ভোগে পড়েছিল কলকাতাবাসী। এবার গার্ডেনরিচেরও পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় সাংবাদিক বৈঠক করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়ে দেন গার্ডেনরিচে ১৮ জানুয়ারি শনিবার সকালের পানীয় জল পরিষেবার পর থেকে ১৯ জানুয়ারি রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে জল সরবরাহ। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে টালার মতো এক্ষেত্রেও মেরামতির কাজের জন্য জল পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। যে কারণে দক্ষিণ কলকাতার একটা বড় অংশ যেমন, কালীঘাট, রানিকুঠি, কসবা, চেতলা, বেহালা, সিড়িটি, দাসপাড়া, মেটিয়াব্রুজ এলাকা জুড়ে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতা

পুরসভায় দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে মেয়র সিদ্ধান্ত নেন টালা ট্যাঙ্কের মেরামতি করার জন্য এক বেলা জল বন্ধ রাখা হবে। যার জেরে জলসঙ্কট দেখা যায় শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায়। আর এবার শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতা পুরসভায় দীর্ঘ বৈঠক শেষে জানানো হয়েছে মেরামতির কারণে গার্ডেনরিচের জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে।

তদন্তের নামে অযথা হয়রানির অভিযোগ বিধায়ক পবন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরানো একটি মামলায় ফের সিআইডি-র তলব ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ছেলে তথা ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং-কে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ২৮ জুলাই ভাটপাড়া পুরসভার তরফে দায়ের করা মামলায় তাঁকে গত ৮ জানুয়ারি তলব করেছিল সিআইডি। দশ জানুয়ারির পর হাজিরা দেবেন বলে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠিও পাঠিয়ে জানিয়ে ছিলেন। তা সত্ত্বেও সেই ১০ জানুয়ারি তাঁকে ফের তলব করেছে সিআইডি। যদিও এদিন ভবানী ভবনে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হননি ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং। ফের তলব নিয়ে শুক্রবার ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, শুক্রবার বিধানসভার স্যান্ডিং কমিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। তাই তিনি হাজিরা দিতে পারবেন না। সময় চেয়ে তিনি ফের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর অভিযোগ, তদন্তের নামে বারংবার তলব করে তাঁকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। কিন্তু হাজিরা না দিলে একটা খারাপ বার্তা পৌঁছয়। তাঁর কথায়, একজন জনপ্রতিনিধির অনেক কাজ থাকে। এভাবে বারবার ডেকে

জনপ্রতিনিধিদের সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই দলীয় বিধায়ক কিংবা সক্রিয় নেতাদের তলব করবে রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা। পবনের দাবি, বারবার না ডেকে একদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ডেকে সমস্ত কিছু একবারে তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করে নিক। তাঁর আরও দাবি, টেন্ডার সংক্রান্ত কোনও দুর্নীতি হয়নি। হাওড়ার একটি কোম্পানির পুরসভায় কাজের বরাত পেয়েছিল। তিনি উক্ত কোম্পানির ঘুমন্ত পার্টনার ছিলেন। কিন্তু ওই কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। কাজ সমাপ্ত করার জন্য পুরসভার কাছে কিছুদিন সময় চেয়েছিল উক্ত কোম্পানি। কিন্তু পুরসভা সময় দেয়নি। তাঁর অভিযোগ, ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ রয়েছে। তবুও তাঁকে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনকে নিশানা করে পবন বলেন, রাজ্যের এজেন্সি আদালতকে গুরুত্ব দিতে চায় না। মনে হচ্ছে, তদন্তকারীরা নিজেরাই হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্ট। ওনারা কারও কথা শোনেন না। পবন জানান, হয়রানি রুখতে এবার তিনি ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

মধুবনিতে অস্ত্র কারখানার হদিশ, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ত্র কারবারের অভিযান কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর। তাতে এল সাফল্য। মোটর পার্টস দোকানের আড়ালে মিলল অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ। বিহারে তৈরি অস্ত্র বাংলায় পাচারের আগেই অস্ত্র কারখানায় অভিযান এসটিএফের। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ও বিহার পুলিশের এসটিএফ যৌথ অভিযান চালায় বিহারের মধুবনিতে। তাতেই মেলে সাফল্য।

মোট দু'টি কারখানায় অভিযান চালায় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪ অস্ত্র কারবারিকে। উদ্ধার হয়েছে একটি ৭ এমএম পিস্তল। সঙ্গে লেদ মেশিন, ড্রিল মেশিন-সহ অস্ত্র তৈরির প্রচুর সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে কলকাতা পুলিশ এসটিএফ সূত্রে খবর।

এসটিএফের দাবি, বিহারে যে অস্ত্রগুলি তৈরি করা হচ্ছিল তা চোরকারবারিদের হাত ধরে এ রাজ্যে পাঠানোর কথা ছিল। এ রাজ্য থেকেই বরাত গিয়েছিল বিহারে। সেই খবর গোপন সূত্রে আগেই পেয়ে যায় কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। তারপরই তৈরি হয় প্ল্যান অফ অ্যাকশন। নিজেদের জাল ফেলে এই অস্ত্র তৈরির কারখানার খোঁজে বসেছিল পুলিশ। বিহারের কোন জায়গায় অস্ত্র তৈরি হচ্ছিল, কারা এর পিছনে ছিল সবের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। তারপরই দু'টি অস্ত্র কারখানার হদিশ মেলে।

ভুয়ো পাসপোর্টের মালিকদের ধরতে লুক আউট নোটিস জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত এক বছরে ইস্যু হওয়া ৭০টিরও বেশি পাসপোর্টের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করল কলকাতা পুলিশ। কারণ, এই ৭০টি পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে ভুয়ো নথি দিয়ে। আর সেই কারণেই পাসপোর্টের মালিকদের চিহ্নিত করতে বড় পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের।

এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, ভুয়ো পাসপোর্টের তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, এই পাসপোর্টগুলি কলকাতা পুলিশ এলাকার ঠিকানায় তৈরি। কলকাতা পুলিশের সন্দেহ, এই পাসপোর্টগুলি ভুয়ো নথি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এরপরই জাল পাসপোর্টের মালিকদের চিহ্নিত করতে জোড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। লুকআউট নোটিস জারি করলে সতর্ক থাকতে বিভিন্ন বিমান বন্দর ও স্থলবন্দর। কারণ, পুলিশ আধিকারিকদের ধারনা, ওই পাসপোর্ট ব্যবহার করে ভ্রমণ করলে পাকড়াও করা সহজ হবে।

অন্যদিকে, অভিবাসন দপ্তরের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে, ওই নির্দিষ্ট পাসপোর্টগুলো দিয়ে কোথাও ভ্রমণ করা হয়েছে। সেখান থেকে পাসপোর্টের মালিকদের পরিচয় ও অবস্থান জানা সহজ হবে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। পাশাপাশি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে, পাসপোর্টগুলি বানানোর সময়ে যে পেমেন্ট করা হয়েছে অনলাইনে, সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে অ্যাকাউন্ট নম্বরের ভিত্তিতে পাসপোর্টের আবেদনকারীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। কিন্তু তবে এই ঘটনায় তেমন আশার আলো দেখাতে পারছেন না গোয়েন্দারা। কারণ, তাঁদের ধারনা, ভুয়ো পাসপোর্টের মালিকদের চিহ্নিত করা সময়সাপেক্ষ ও কঠিন তাঁদের কাছে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশকে তলব আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মামলায় কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশনের বিরুদ্ধে রুল জারি করলেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা। প্রসঙ্গত, গত বছর ২৫ এপ্রিলে ২০০৯ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মোট ৮৭৮ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা। কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও পালন না করায় এবার স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কমিশনারকে আগামী ২২ জানুয়ারি সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিতে দেখা গেল বিচারপতিকে। এই রুল যখন জারি হয়েছে, তখন আইনজীবীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে আদৌ আগ্রহী রাজ্য সরকার কি না তা নিয়েও। কারণ, খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্নও উঠছে, এক বছর পার হয়ে গেলেও আদালতের নির্দেশের পরও এই ৮৭৮ জনের কাউকেই নিয়োগ করা কেন হল না তা নিয়েও।

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ ২০১০ সালে শুরু হয়। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদল হয়। ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। নতুন সরকার বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয় তৃণমূল সরকার। পরবর্তী পরীক্ষা হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু ২০০৯ সালের পরীক্ষার্থীরা মামলা করেন আদালতে। হাইকোর্ট ২০২২ সালে সেই নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দেয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আবেদনকারীদের হিসাব অনুযায়ী মোট ৮৭৮ টি শূন্যপদ ছিল। সেই পদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি মান্থা।

চেটে পুটে মেলায় আপনজনে'র ফিস ফ্রাইতে মজলেন রুদ্রনীল-সজল

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে খাসতালুক সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে হইচই। এরমধ্যেই লক্ষ্মীবারের দুপুরে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ হঠাৎ কালীঘাটের খোঁজ করতেই উৎসুক জনতার কৌতূহল মুহূর্তে বেড়ে গিয়েছিল। তবে কি অন্য অঙ্ক? পদ্ম ফুল ছেড়ে ঘাস ফুল! পদ্মশিবিরে কী ধাক্কা! তবে ভুল ভাঙাতে সময় নেননি রুদ্রনীল। কালীঘাট খুঁজছিলেন ঠিকই, তবে কারওর বাড়ি নয়, দোকান নয়। কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন সদানন্দ রোডেই যে আপনজন-এর আউটলেট। ফিস ফ্রাইয়ের জন্য এখন যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সেই আপনজন-ই স্টল দিয়েছে সজল ঘোষের উদ্যোগে মধ্য কলকাতা ক্লাব সমন্বয় সমিতি আয়োজিত সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে চেটে পুটে খাদ্যমেলায়। প্রতিবছরই শীতের মরসুমে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে সজল ঘোষের উদ্যোগে এই খাদ্যমেলার অপেক্ষায় থাকেন ভোজনরসিকরা। এবারে নবম বর্ষে একাধিক স্টল এসেছে খাদ্যমেলায়। রয়েছে নামি-দামী আউটলেটের ভিড়। তবু সেখানেই আলাদাভাবে নজর কেড়েছে আপনজন কালীঘাট। এবারের চেটে-পুটে খাদ্যমেলার উদ্বোধনে এসেছিলেন অভিনেতা ও বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ। দুপুরে এসেই সটান খোঁজ করেছিলেন কালীঘাটের আপনজন-এর। চেটে - পুটে খাদ্যমেলার মূল উদ্যোক্তা ও দাপুটে সজল ঘোষই দেখিয়ে দেন স্টল। এরপর আপনজন কালীঘাটের ফিস ফ্রাই-তে মজলেন রুদ্রনীল ঘোষ আর সজল ঘোষ দু'জনেই। শুধু কী ফিস ফ্রাই! ফিস ওরলি, ফিস কবিরাজি, পাতে এল সবকিছুই। শুধু তাঁরা দু'জনেই নন, উদ্বোধনের প্রথম ঘণ্টা থেকেই ভিড় শুরু হয়ে যায় এই স্টলে। কালীঘাটের আপনজনের ফিস ফ্রাই পছন্দ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর

বাড়িতে অতিথি অ্যাপায়নেও ডাক পড়ে আপনজনের। সত্যজিৎ রায় যেমন আপনজনের ফিশ ফ্রাই সহ নানা পদ পছন্দ করতেন তেমনই পছন্দ করেন জিৎ থেকে দেব-সহ অধিকাংশ টলি তারকাই। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও প্রথম পছন্দের তালিকায় থাকে আপনজন-ই। তাই দিদি বা দাদা নয়, তৃণমূল বা বিজেপি নয়, বাঙালির মাছ-এর ফ্রাই খেতে সবায়েরই খোঁজ শুরু হয়ে যায় আপনজনের। লক্ষ্মীবারের দুপুরে রুদ্রনীলরাও চেটে পুটেই খেলেন আপনজন-এর খাবার। সম্প্রতি কলকাতায় কোচিং শিবিরে এসেছিলেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ও ব্যাটার তাতেন্ডা তাইবু। তিনি আপনজন-এর ফিস ফ্রাই খেতে সোজা চলে যান নাকতলার আউটলেটে। খেয়ে দেখেন ফিস ফ্রাই। সুনামও করেন। ১৯৮২ সাল থেকে কালীঘাটে প্রভাস ঘোষের হাত ধরে শুরু হয়েছিল আপনজন। এখন ফুড ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমে সবায়েরই নাগালে চলে এসেছে আপনজন। আপনজনের কর্ণধার প্রভাস ঘোষ জানান, 'একসময় সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পছন্দ ছিল আপনজন-এর ফিস ফ্রাই। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও কালীঘাটের ফিস ফ্রাই-ই যায়। আমরা পদ্মফুল, ঘাসফুল বুঝি না। দলমত নির্বিশেষে সবাই পছন্দ করেন এই খাবার। রুদ্রনীল-সজল ঘোষরাও ফিস ফ্রাই পরখ করার আমরা খুশি।' বর্তমানে তাঁর ছেলে সমীরণ ঘোষও ছিলেন মেলায়। তিনি জানান, 'উত্তর কলকাতাতেও ব্যাপক চাহিদা বাড়ছে আপনজন-এর। বাগবাজারের মেলায় হিমশিম খেতে হয়েছিল এত চাহিদা। প্রতিবারের মতো এবারেও আমরা এসেছি সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের খাদ্যমেলায়। রুদ্রদা, দেবুদা আসায় আমরা খুব খুশি।' আপাতত সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে চেটে পুটে খাদ্যমেলায় গেলেই হাতের কাছে পাওয়া যাবে নানা স্বাদের রকমারি খাবার। মেলা চলবে ১২ জানুয়ারি, রবিবার পর্যন্ত।

দেশের ৩৮টি নির্মীয়মাণ বিজ্ঞান প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে বৈঠক কলকাতায়

অশোক সেনগুপ্ত

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৩৮টি নানা ধরণের বড় মাপের বিজ্ঞান প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। এগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমে খরচ হবে প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা। এগুলো তত্ত্বাবধানের মূল দায়িত্ব ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের (এনসিএসএম) হাতে।

প্রকল্পগুলোর নির্মাণকাজ কীরকম চলছে, তা নিয়ে এনসিএসএম-এর আধিকারিকদের সঙ্গে শনিবার কলকাতায় আলোচনা করবেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। বৈঠকে ছিলেন এনসিএসএম-এর মহানির্দেশক ডঃ অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সঞ্জয় কল।

অরিজিৎবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, নতুন যে ৩৮টি প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে আছে দুটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান নগরী। এর একটি গুয়াহাটিতে। চালু হওয়ার কথা ২০২৬-এর অক্টোবরে। অপরটি হবে দেরাদুনে। কাজ সবে শুরু হয়েছে।

শেষ হতে বছর পাঁচ সময় লাগার কথা। গুয়াহাটির প্রকল্প হচ্ছে প্রায় ২৫ একর জায়গার ওপর। খরচ হবে আনুমানিক ১৩০ কোটি টাকা। দেরাদুনের প্রকল্পে লাগার কথা প্রায় ১৭৩ কোটি টাকা। দুই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান নগরী ছাড়াও তৈরি হচ্ছে সাতটি আধুনিক প্ল্যানেটোরিয়াম (তারামন্ডল)। প্রতিটি প্রকল্পেই রাজ্য সরকার কিছু অর্থ বরাদ্দ করছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এ ধরণের প্রকল্পে কেন্দ্র দেয় প্রকল্পের মোট খরচের ৯০ শতাংশ। অন্যত্র কোথাও দেয় ৫০ বা ৬০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শনিবার কলকাতার বিজ্ঞাননগরীতে উদ্বোধন করবেন 'প্রান্তসীমার পথে?' (অন দি এজ?) নামে একটি গ্যালারি। অরিজিৎবাবু জানান, 'গোটা দেশে এধরণের গ্যালারি আর নেই। প্রায় ১ হাজার বর্গমিটার আয়তনের ওই গ্যালারি তৈরি হয়েছে দু'বছর ধরে। খরচ হয়েছে ৭ কোটি টাকার মত।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার কথা বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধিকর্তা এ এ মাও-র।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনকেন্দ্রিক বা ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতি ত্যাগ করে মূল্যবোধের রাজনীতিকেই স্থাপন করতে হবে

‘একতা পরিষদ’, ‘মজদুর কিসান শক্তি সংগঠন’, ‘নর্মদা বাঁচাও’ আন্দোলনে যতটুকু সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকলে প্রশাসন ও নেতারা কথা শুনতে বাধ্য হন, তা এদের ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই জানাতে চাই যে, এদের ‘অদলীয়’ রূপে আখ্যায়িত করাটাই হল সত্যের এক প্রকার অপলাপ। কারণ, এরা রীতিমতো এক-একটা সংগঠন। দ্বিতীয়ত, এদের মূল কাজটা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর বিভিন্ন দাবি আদায়ের মধ্যেই সীমিত। অর্থাৎ, নীতি প্রণয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে অদলীয় ‘রাজনীতির সঙ্গে সরকারের কথোপকথনের সেতু’ হিসেবেই এরা মুখ্যত কাজ করে। এরা যদি দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত, তা হলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে সেই সব মানুষের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আইনসভায় সরব হতে পারত। আইন-প্রণয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারত। সেটা হয়তো বেশি লাভজনক হত। কিন্তু, এই ‘অদলীয় রাজনীতি’র পথচারীরা এই পথে হাঁটতে চাইবেন না, কারণ, দলীয় রাজনীতিতে একটা দায়বদ্ধতার ব্যাপার থাকে জনগণের কাছে। কাজ না করলে মানুষের কাছে পরিত্যাজ্য বা সমালোচিত হওয়ার ঝুঁকি সেখানে থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে অনন্তকাল ধরে ‘প্রতিবাদী’ হয়ে থাকাটা একটু কঠিনই হয়ে পড়বে তাঁদের পক্ষে। উদাহরণ হিসেবে যোগেন্দ্র যাদবের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পেসা-অরণ্যের অধিকার আইন রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার সুবাদে তাঁর নামটি উল্লিখিত। কিন্তু তাঁরই তৈরি ‘স্বরাজ ইন্ডিয়া’ দল ভোটের রাজনীতিতে সম্পূর্ণতই ব্যর্থ। উল্টো দিকে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ‘মিড-ডে মিল’ বা ‘একশো দিনের কাজ’-এর মতো যুগান্তকারী প্রকল্পগুলোর সাফল্যের আলো দেখার মূলে ছিল সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল, যারা হয় সরকারে আসীন ছিল কিংবা বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন জুগিয়েছিল। আসলে, গঠনমূলক রাজনীতিরই এখন বেশি প্রয়োজন। নির্বাচনকেন্দ্রিক বা ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতি পরিহার করে মূল্যবোধের রাজনীতির দৃষ্টান্তই স্থাপন করতে হবে, যার এখন বড়ই অভাব। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব প্রকট, সেখানে সৎ ও সনিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম, যারা সঠিক নীতি প্রণয়নে ও দুর্নীতি দমনে নতুন দিশার সন্ধান দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

শব্দবাণ-১৫৯

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. মজা ৩. অজুহাত, ছল ৫. বেজি ৬. তির-এর সঙ্গী ৭. আধা ৯.জাতি, সম্প্রদায় ১১. কাজের চাপ ১২. সমূহ, সংঘ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিজ ২.জবর — ৩. মেডিসিন ৪. হিন্দুদের এক পদবি ৭. বেআইনি ৮. গণ্ড, গাল ৯. সমর্থ ১০. সোজা নয়।

সমাধান: শব্দবাণ-১৫৮

পাশাপাশি: ২. দুঃসময় ৩. কপালজোর ৬. তবিলদার ৭. সংযোজনা।

উপর-নীচ: ১.পরিগণিত ২. দুধকমল ৪. লঙ্গরখানা ৫. রহস্যালাপ।

জন্মদিন

আজকের দিন

রাহুল দ্রাবিড়

১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবু সোরেনের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বাবুলাল মারান্ডির জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিন।*

এবার আর একবার নয়, গঙ্গাসাগর বারবার

সিদ্ধার্থ সিংহ

বঙ্গোপসাগর মানেই কপিলমুনির মন্দির। আর এর বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে রয়েছে মকর সংক্রান্তির দিনে এখানে পুন্যস্নান ও মেলা। সে সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের ধুলোয় এই জায়গাটা হয়ে ওঠে একেবারে মিলনতীর্থ।

যদিও কপিলমুনির মন্দিরকে বাদ দিলেও গঙ্গাসাগরের এই বেলাভূমিটি কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়। যে কোনও সময়ই*গঙ্গাসাগরে যাওয়া যায়। মেলার ওই ক'টা দিন বাদ দিলে গঙ্গাসাগর বেশ নিরালা ও নির্জন। মন্দিরের সামনে*থেকে*নির্জন বালিয়াড়িটি সোজা গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। এখানে সমুদ্র খুব একটা ঢেউ ভাঙে না। তির তির করে এগিয়ে এসে পা ভিজিয়ে দিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে নেমে যাওয়া যায় সমুদ্রের অনেকটা ভিতরে। পায়ের পাতা ভেজানো জল থেকে হাঁটু জলে। ইচ্ছে থাকলে অনায়াসে স্নানও করা যায়।

এখানে এক সময় অবাধে খেলে বেড়াত লাল কাঁকড়া। কারও পা টিপে টিপে এগিয়ে আসা টের পেলেই সেঁধিয়ে যেত বালিয়াপির ছোট ছোট গর্তে। এখন তাদের দেখা যায়। তবে সংখ্যায় অনেক কম।

পাড়ে দাঁড়িয়ে সাগরের শেষপ্রান্তে তাকালে দেখা যায় আকাশ আর সমুদ্র মিলেমিশে কেমন একাকার হয়ে গেছে। চোখে পড়ে — দূরে, দিগন্তরেখায়, একটা, দু'টো, তিনটেখ. অনেক অনেক নৌকা এবং ট্রলার। মাছ ধরতে গেছে গভীর সমুদ্রে।

গঙ্গা নদী (হুগলি নদী) ও*বঙ্গোপসাগরের*মিলন স্থলে ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৫১টি দ্বীপ নিয়ে ৫৮০ বর্গ কিমি জুড়ে গড়ে উঠেছে এই সাগরদ্বীপ। চড়া পড়ে আরও দু'-একটি নতুন গজিয়ে ওঠার অপেক্ষায়। আর গঙ্গাসাগর মেলা হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সাগর দ্বীপের*দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কপিলমুনির আশ্রমে প্রতি বছর মক্রর সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত একটি মেলা। যেটা ধর্মীও উৎসবও বটে।

কিংবদন্তি আছে, এখানে সাংখ্যদর্শনের আদি-প্রবক্তা কপিলমুনির আশ্রম ছিল। একদা কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হন এবং তাঁদের আত্মা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সগরের পৌত্র ভগীরথ স্বর্গ*থেকে*গঙ্গাকে নিয়ে মর্ত্যে নিয়ে এসে সগরপুত্রদের ভস্মাবশেষ ধুয়ে ফেলেন এবং তাঁদের আত্মাকে মুক্ত করে দেন।

(রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪৩ অধ্যায়)

মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অংশে গঙ্গাসাগর তীর্থের কথা বলা হয়েছে। পালবংশের রাজা দেবপালের একটি লিপিতে তার*গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্মানুষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে। লোক-কাহিনি অনুযায়ী, এখানে কপিলমুনির একটি আশ্রম ছিল। কালের নিয়মে সেটা এক সময় সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরে আবার নতুন করে সেটা গড়ে তোলা হয়। আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মকর সংক্রান্তি বা পৌষ-সংক্রান্তির পূণ্যতীথিতে লাখো লাখো মানুষের সমাগম ঘটে এই সঙ্গমে। এই সমাগমকে ঘিরে গড়ে ওঠে বিরাট মেলা। যার নাম*গঙ্গাসাগর-মেলা।

কুম্ভমেলার পরেই এই মেলার স্থান। মানে, দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দু মেলা এটি। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, অন্যান্য দেশ থেকে লোক এলেও, মূলত বিহার আর উত্তরপ্রদেশ থেকেই অবাঙালি পুণ্যার্থীরা ভিড় করেন বেশি।

কলকাতা শহর থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরের এই দ্বীপে যাওয়ার সহজ উপায় হল — প্রথমেই কলকাতায় পৌঁছে যাওয়া। শিয়ালদার দক্ষিণ শাখা থেকে কাকদ্বীপ কিংবা নামখানার ট্রেনে করে সোজা নামখানা। সেখান থেকে বাসে বা রিকশায় হারউড পয়েন্ট ৮ নম্বর লঞ্চ ঘাটে। কলকাতা*থেকে*অবশ্য বাসে করেও যাওয়া যায়। ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। হারউড পয়েন্ট ৮ নম্বর লঞ্চ ঘাটে। সেখান থেকে ফেরি ভেসেলে গঙ্গা পেরিয়ে কচুবেড়িয়া। মিনিট চল্লিশের পথ। কচুবেড়িয়া*থেকে*বাসে বা ট্রেকারে ৩০ কিমি দূরে বহু কাঙ্ক্ষিত — সাগর। তবে আগে থেকে জোয়ার-ভাঁটার সময় জেনে নিলে ভাল। না হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাড়ে বসে থাকতে হতে পারে।

ভেসেলে ওঠার আগে বাদাম, ভুট্টা বা বিস্কুট নিয়ে নিতে পারেন। কারণ, যখন ভেসেল চলবে, তখন দেখবেন সেই ভেসেলের সঙ্গে সঙ্গে ডানা মেলে চলেছে অজস্র পরিযায়ী পাখি। অনেকেই তাদের দিকে খাবার ছুড়ে দিচ্ছে। ওরাও তা ছোঁ মেরে নিয়ে নিচ্ছে। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আপনারও ইচ্ছে করতে পারে, ওদের কিছু দিই।

না, ওখানে থাকার এখন আর কোনও সমস্যা নেই। প্রচুর ধর্মশালা ও পান্থনিবাস আছে। আছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিভিন্ন মন্দির সংলগ্ন ছোট বড় নানা রকম থাকার জায়গা। বহু বাড়িতেও যৎসামান্য টাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। বললে, আপনি যা খেতে চাইবেন, এনে দিলে কিংবা দাম ধরে দিলে ওরা তা রান্নাও করে দেবে। আছে ভারত সেবাশ্রম সংঘও।

এ ছাড়া পি ডব্লু ডি জেলা পরিষদ বাংলো, সেচ দফতরের ও পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাংলো ও পঞ্চায়েতের যাত্রীনিবাসও আছে। আছে একটি পর্যটন লজ এবং একটি যুব হোস্টেল। ছুটি কাটানোর জন্য আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মিষ্টির ধর্মশালা। আছে সাগরদীপের গেস্ট হাউসও। আছে ভারত সংস্কৃতি সংঘের ধর্মশালা। কাপিলমুনি সংঘের ধর্মশালা। সাগরদ্বীপের টুরিস্ট লজ এবং ইয়ুথ হোস্টেল। আছে শঙ্করাচার্য আশ্রমের ধর্মশালা।

আগে থেকে ফোন করে বুক করা যেতে পারে — স্টেট ইয়ুথ হোস্টেল, +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ০৬২৬। সংযুক্ত স্নানের সঙ্গে একটি ডাবল বেড রুমের ভারা হল ১০০ টাকা প্রতিদিন। চেকিং টাইম হল দুপুর ১২টা। কলকাতার যুব পরিষেবা অধিদপ্তর, ৩২/১, বি.বি.ডি. থেকেও বুকিং করা যেতে পারে।

গঙ্গাসাগরে পৌঁছনোর পরেই সাগরে স্নান সেরে কপিলমুনির আশ্রমে পুজো সেরে নিতে পারেন। দর্শন করে নিতে পারেন মন্দির-লাগোয়া সাধুদের স্থায়ী ডেরা। মেলার সময় এই সব জায়গা একেবারে গমগম করে। হিমালয়ের সাধুসন্তরা তীব্র শীত উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ছাইভস্ম গায়ে মেখে অনাবৃত অবস্থায় তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় নিয়ম পালন করেন।

মেলার সময় সরকারের পাশাপাশি অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে। থাকে অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্স। সদাসর্বদা তটস্থ থাকে সাগর গাসপাতাল। সে রকম বুঝলে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে রোগীকে কলকাতায় উড়িয়ে আনা হয়। হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা বা বৃদ্ধদের রাখা হয় নিরাপদ নানান শিবিরে। প্রতিদিন জলখাবার, চা-বিস্কুট এবং দিন-রাতের খাবার বিলি করে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। খিদিরপুরের একটি সংস্থা যাত্রীদের সমস্ত মালপত্র নিজেদের হেফাজতে রাখে। আসলে এই মেলার সময় সবাই জাতপাত ভুলে, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূরে ঠেলে ঐক্যের এক ভারতের সূচনা ঘটায়।

যেখানে এই সাগর, সেই বঙ্গোপসাগর হল বিশ্বের বৃহত্তম*উপসাগর। এটা ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশে অবস্থিত। প্রায় ত্রিভূজাকৃতি উপসাগর। এই উপসাগরের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, উত্তর দিকে ভারত ও বাংলাদেশ এবং পূর্ব দিকে রয়েছে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড। বঙ্গোপসাগরের ঠিক মাঝখানে বিরাজ করছে ভারতবর্ষের*আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

মেলার সময় ছাড়া অন্য যে কোনও সময়ও এখানে যাওয়া যায়। গেলে মন চাইলে ভ্যানরিকশায় চেপে বেরিয়ে পড়তে পারেন দ্বীপ দর্শনে। মঠ-মন্দির-আশ্রমের এই সাগরসঙ্গমে। ঘুরে আসা যায় মনসাদ্বীপে, রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে আর লাইটহাউসে। যাওয়া যায় ইসকনের মন্দিরেও। মেলার সময় এরা প্রায় এক লক্ষ লোককে বসিয়ে খাওয়ায়। কম্বল বিতরণ করে এবং অস্থায়ী ভাবে পুণ্যার্থিদের থাকার ব্যবস্থা করে।

বিকেলের দিকে একবার পায়ে পায়ে হেঁটে যেতে পারেন সাগর কিনারায়। যে পথ সেচবাংলো থেকে সোজা সমুদ্রে গেছে, সেই পথ ধরে। এই পথে ঝাউয়ের জঙ্গল পাবেন। এখনও প্রচুর ঝাউগাছ আছে।

তবে মনে রাখবেন, ভুল করেও কোনও পলিপ্যাক সঙ্গে নেবেন না। কারণ, গঙ্গাসাগরকে এখন প্যাস্টিক মুক্ত করার জন্য সবাই উদ্যোগী হয়েছেন। আমরাও না হয় একটু উদ্যোগী হলাম, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কেউ এখানে বেড়াতে এলে শুধু প্রকৃতি দর্শনই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভরে একটু বিশুদ্ধ বাতাসও নিতে পারেন এবং বলতে পারেন— ‘সব তীর্থ বারবার/ গঙ্গাসাগর একবার’ নয়, গঙ্গাসাগর বারবার/ এবং আবার/ এবং আবার...

স্বামীজীর আদর্শ এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করলেন মোদি যুব সমাজের জন্য আত্মনির্ভর ভারত গড়ে

প্রদীপ মারিক

যুব সম্প্রদায় যে কোনও রাষ্ট্রের এক বড় সম্পদ। ভারত একমাত্র দেশ যেখানে বিশ্বের সবথেকে কম বয়সী যুব সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন। ভারতে প্রায় ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যার গড় বয়স ৩৫ বছরের কম। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতের গড় বয়স মাত্র ২৯ বছর, চিনের গড় বয়স ৩৮ বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২ বছর, এবং জাপানে ৪৮ বছর বয়স। বিশ্বের মধ্যে ভারতেই যুবক শ্রেণীর বাস বেশী। চরিত্র গঠন, ধর্ম হোক বা সত্য, যুবসমাজকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার উপদেশ ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যুব সমাজ। স্বামীজীর এই যুব জাগরণকে যুবনীতিতে পরিণত করতে নরেন্দ্র মোদি বদ্ধপরিকর। দেবতা আকাশ থেকে নামেন না বা মাটি ফুঁড়ে উঠে আসেন না। মানুষের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। তাই মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নতিতে কাজ করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী বলেছেন, সবচেয়ে বড় ধর্ম হল নিজের স্বভাবের প্রতি সত্য থাকা, নিজের প্রতি বিশ্বাস করা। ধর্ম এমন একটি ভাব, যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতায় সেই পাপ। সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ করো দুর্বলতায় মৃত্যু, দুর্বলতায় পাপ। তিনি বলতেন শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বামীজী শিখিয়েছন অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু, বিস্তারই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু, প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। অজ্ঞ, কাতর, পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজে, তাদের স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বামীজীর চেতনা আমাদের নানাভাবে উদ্দীপ্ত করে। জটিল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ধারণা যেমন তার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, একই সঙ্গে সরল মানবিক চেতনা এবং সার্বজনীন মানবিকতা ও প্রেমের অমোঘ বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার জীবন দর্শনই ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের, সকল সমাজের, সকল শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। স্বামীজী চেতনায় উন্মীলিত করে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র উপায় হিসাবে দেখালেন নিজের আত্মচেতনা, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের মধ্যে বলা আমিত্বকে সেই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বললেন, আমরা যদি বারবার এইরূপ বলতে থাকি তাহলে মনের শক্তি এমনি থেকেই আমাদের মধ্যে বিরাজ করতে থাকবে। এই অভয়বাণী ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আমাদের হৃদয়ে অধিকার জন্মাবে পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়, প্রতি ধমনীতে, শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যপ্ত হয়ে জ্ঞানসূর্যের কিরণে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে এবং ততই আমাদের মধ্যে থেকে মোহ চলে যাবে। অজ্ঞানরাশি দূর হয়ে ক্রমশ এমন এক সময় আসবে যখন সমূদয় অজ্ঞান একেবারে চলে যাবে এবং একমাত্র জ্ঞানসূর্যই আমাদের কাছে বিকশিত হবে। স্বামীজী বললেন, প্রেমে মানুষে মানুষে, আর্যে ম্লেচ্ছে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, এমন কি পুরুষে নারীতে পর্যন্ত ভেদ করে না। প্রেম সমগ্র বিশ্বকে অন্তরের আত্মিক বন্ধনে বেঁধে নেয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়। যে সকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করতে পারে, তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে তাদেরকে জাগাতে হবে, সকলে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে তাহলেই ত্যাগ মন্ত্রে আপনা হতেই দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা জাগবে। স্বামীজী যুবকদের বললেন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো। তিনি বুঝেছিলেন নব যৌবনের দূত দের আগে নিজের শরীর মজবুত করতে হবে তাদের ফুটবল খেলতে হবে কারণ তারা একটা কাদার তাল, তাদের ঘষে মেজে নিতে হবে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সেই যুবকরা একদিন গীতার মর্মার্থ উপলব্দি করবে এবং গীতা, বেদ উপনিষদও পড়তে চাইবে। সমগ্র দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। দার্শনিক হিসেবে তিনি ভাববাদী হলেও তাঁর শিক্ষাদর্শ শুধুমাত্র অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি শিক্ষার বাস্তব দিককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষাশিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান, ভারতবর্ষকে জানার জন্য ইতিহাস ও ভূগোল, গীতা ও উপনিষদ পাঠ, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবসেবা এবং আত্মার মুক্তি ছিল বিবেকানন্দের জীবনের আদর্শ। তিনি ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল মানবতাবাদ, মানুষের প্রতি ভালবোসা। তিনি তাঁর চিন্তাভাবনায় মানুষকে সবকিছুর থেকে বেশি মর্যাদা দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন,ঙ্গবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাইদ। স্বামীজী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেদান্তবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে প্রত্যেক মানুষের জীবন অতীতের উপর গঠিত এবং যখন আমরা আমাদের সমগ্র অতীতটাকে দেখিতে পাব, তখনই আমাদের মনের মুক্তি হবে। মুক্ত হবার ইচ্ছা শৈশবেই ধর্মপ্রবণতার রূপ নেয়। সমগ্র সত্যটি মুমুক্ষুর নিকট পরিস্ফুট হতে কয়েক বছর লেগে যায়। এই জন্ম পরিত্যাগ করবার পর পরবর্তী জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তখনও মানুষ মায়ার ভিতর থাকে। ‘উচ্চতর’ বা ‘নিম্নতর’ শব্দগুলি কেবল মায়ার জগতে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু সত্যের জগতে এই সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অসঙ্গত, কারণ সেখানে কোন ভেদ নেই, মায়ার জগতে মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বিবেকানন্দ বললেন, বেদান্ত এক বিশাল পরিবার যার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলা পাশাপাশি ভাসতে পারে। এই বেদান্ত মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী, একজন মূর্তি পূজারক পৌত্তলিক, একজন নাস্তিক একইসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। শুধু তাই নয় বেদান্ত মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ঐতিহাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক রোমাঁ রোলাঁ যখন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ চরিত সংগ্রহ করছিলেন তখন এক সান্নাসীকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন তিনি রোমাঁ রোলাঁকে বলেছেন, যদি ভারতবর্ষ কে জানতে হয় তাহলে বিবেকানন্দ কে পড়তে হবে, যেখানে কোন কিছুই নীতিবাচক নেই সব কিছুই ইতিবাচক। উনবিংশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে এক প্রবাদপ্রতিম পুরুষের জন্ম হয়েছিল ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৩ সালে কলকাতার শিমুলিয়াতে বিবেকানন্দের জন্ম। গুরুদেব শ্রী রামকৃষ্ণের ছত্রছায়ায় বড় হয়ে ওঠা, হেঁটে দেশ ভ্রমণ, কন্যাকুমারিকায় তপস্যা এবং তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া, শিকাগোর ধর্ম সভা থেকে গঙ্গার ধারে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করা, তার কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষের বুকে শুধু নয় বিশ্ব সভ্যতার বুকেও এক অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলেছিল। তার ধ্যান ধারণা চিন্তাধারা আদর্শ অনুপ্রেরণা পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে ভারতবাসীর মনে। যার জেরে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে ওঠে বিপ্লবের ধ্বনি। বিবেকানন্দ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের চিরন্তন প্রতীক। যুব সমাজের প্রতি স্বামীজির বার্তা ছিল, ‘ওঠো , জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।’ তাই তার ধর্ম-দর্শন-অধ্যাত্মচিন্তা এবং সারা জীবনই জুড়ে রয়েছে যুবকের কথা। দেশ গঠনের জন্য স্বামীজীর এই স্বপ্ন সফল করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের ‘মেরা যুব ভারত’ নীতি গ্রহণ। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি এবং আঞ্চলিক শিল্পকর্মকে উৎসাহ দিয়ে, দেশ গঠনের কাজে যুবক শ্রেণী ‘আত্মনির্ভর ভারত’ অভিযান সফল করতে সক্ষম হবে, নরেন্দ্র মোদির ‘মেরা যুবা ভারত’ সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত করতে চায়। বাম যুব সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল জাতীয় যুব নীতি তৈরি করতে হবে। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই এবার স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা ‘মেরা যুবা ভারত’ গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘মেরা যুবা ভারত’ গঠনে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দেশের যুবদের যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি তাদের উন্নয়নে কাজ করা। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, স্বামীজীর আদর্শ এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদি। যুব সমাজের জন্য মোদির ‘আত্মনির্ভর ভারত’ অভিযান সেই দিক নির্দেশ ই করে।

খাদ্যরসিক বিবেকানন্দ

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ ছিলেন খাদ্যরসিক ।তিনি মোটা মোটা রুটি খেতে ভালোবাসতেন। রুটির সঙ্গে ছোলার ডাল কিংবা মাংস খেতেন।পাতলা রুটি হলে মা সারদাকে বলতেন, ‘এ হল রোগীর পথ্য। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ মাছ মাংস খেতে ভয় পেত, পাছে ধর্ম যায় ।স্বামীজি মনে করতেন, ধুর! এসবে ধর্ম যায় না। মাছ মাংস না খেলে শরীরে জোর আসবে কোথা থেকে। সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করার পরও তিনি এত পরিমাণ মাংস খেতেন যে তার মাংস প্রিয়তা দেখে তার মহাপ্রয়াণের পর একটি কাগজে লিখেছিল, ‘A meat eating swami.’ পুঁইশাক দিয়ে ইলিশ মাছ খেতে স্বামীজি খুব ভালোবাসতেন।

তিনি একদিন পদ্মানদী দিয়ে যাচ্ছেন দেখলেন জেলেরা ইলিশ মাছ ধরছে। স্বামীজির ইলিশ মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হল। ইলিশ মাছ এলো। মহাআনন্দে স্বামীজি ইলিশ মাছ খেলেন।

বিলেতে থাকাকালীন স্বামীজি একটা ফলের দোকান থেকে নিয়মিত আনারস খেতেন। আমেরিকায় তাঁর পছন্দের খাবার ছিল চকলেট আর আইসক্রিম। ৪ঠা জুলাই ১৯০২ সাল। স্বামীজি দুপুরে ইলিশ মাছ ভাজা খেলেন। বিকেলে খেলেন ইলিশ মাছ ভাজা, ঝোল, অম্বল। একা খেলেন না, খেলেন স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে ।স্বামীজি রসিকও ছিলেন। সকলের সঙ্গে খেতে খেতে হাসি ঠাট্টা করলেন। তাঁর ডায়াবেটিস ছিল। সেই রাতেই স্বামীজি পরলোক গমন করেন।

শাসক নেতাদের উন্নত তৃণমূল নেতাদের হাত থেকে বাঁচাতে প্রোটেকশন : শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রানিগঞ্জে পৌঁছেই রাম পূজায় অংশ নেন। তৃণমূল কাউন্সিলরদের পুলিশ প্রোটেকশন সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূল নেতাদের উন্নত তৃণমূল নেতাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এই প্রোটেকশন। কেননা তৃণমূলের এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীকে মারতে পারে আর সেই জন্যই এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য গোষ্ঠীকে বাঁচানোর জন্যই উদ্যোগ বলে কটাক্ষের সুর ছুড়ে দেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'আমরাও বলছি তৃণমূল নেতারা সুস্থ থাকুন সুরক্ষিত থাকুন। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে অভয়া উমারা যাতে সুস্থ সুরক্ষিত থাকে সেই দায়ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিতে হবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আজকে বাংলাদেশে মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি সরকার চলছে যেটি হিন্দুদের ওপর সব ধরনের অত্যাচার করছে। তিনি বলেন, বাংলায় এমন একটি সরকার চলছে যা ভোটের রাজনীতির জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সমর্থন করে।* তিনি বলেন, সারা বিশ্বের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, অন্যথায় যা হতে পারে তা বাংলাদেশে দৃশ্যমান। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া প্রভৃতি এলাকায় যে ভাবে কয়লা বালির বেআইনি ব্যবসা চলছে, তা নিয়েও তৃণমূল নেতৃত্বকে আক্রমণ করেন তিনি।*আর পুলিশের মদতেই চলছে কয়লা বালির অবৈধ ব্যবসা বলেও দাবি করেন। তিনি বলেন, যে ভাবে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে একটি সুশাসিত সরকার চলছে, বাংলায়ও যদি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে তা হলে সব অবৈধ ব্যবসা বন্ধে অগ্রণী ভূমিকা নেবে বিজেপি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এসে বিরোধী দলনেতা বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। বলেন, দুর্গাপুর আসানসোল রানিগঞ্জে কর্পোরেশন ভোট এবং এই এলাকায় পঞ্চায়েত ভোট হয় না, হয় প্রহসন। ভোটে চলে শুধু লুঠ। পাশাপাশি তিনি তৃণমূল দলের অন্যান্য নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূলে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, দিল্লির আপ এবং আমাদের রাজ্যে তৃণমূলের অনেক মিল আছে ওখানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল খেটেছেন এখানে পার্থ চ্যাটার্জি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা জেল খেটেছেন। এই উপলক্ষে আসানসোল ও দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি এবং এই এলাকার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে তিনজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন অস্থায়ী ট্র্যাফিক হোমগার্ড। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার মৌসুনি দ্বীপ থেকে মোহন সাউ, তারকেশ্বর থেকে বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং চাঁপদানি থেকে ইমরানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ মহম্মদ ইমরান, মোহন সাউ ও বিশ্বজিৎ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে ইমরান ট্র্যাফিক হোমগার্ড।

চন্দননগর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা নকল নথি জমা দিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করে দিত। একই আধার নম্বর দিয়ে বারবার পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা হচ্ছিল। কিন্তু পাসপোর্টের নথি যাচাইয়ে থাকা পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় পাসপোর্ট করার প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেন। অভিযুক্তদের এদিন চন্দননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক দশ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

তারপরেই গত নভেম্বর মাসে পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সর্ষের মধ্যেই ভূত। আধার কার্ড, জন্মের সার্টিফিকেট, ভোটার আই কার্ড ইত্যাদির নকল নথি কাজে লাগিয়েই পাসপোর্টের জালিয়াতি চক্র চালানো হত। জালিয়াতরা কায়দা করে ১৬ সংখ্যার একই আধার নম্বর ব্যবহার করে নাম ও ঠিকানা বদলে দিত। একই আধার নম্বর ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তির আধার কার্ডের নথি সামনে আসতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের।

চাঁপদানির ১৯ নম্বর ওয়ার্ড পিবিএম বাই লেনে বাড়ি মহম্মদ ইমরানের। সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করলেও পরে চন্দননগর পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে বেশ কিছুদিন কাজ করেন তিনি। তারপর গত চার বছর ধরে চন্দননগর পুলিশের অস্থায়ী হোমগার্ড পদে কাজ করছিলেন। বর্তমানে চন্দননগর পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন ইমরান। বুধবারও ডিউটি করে বাড়ি ফেরেন তিনি। রাতেই চাঁপদানির নুরি লেনের বাড়ি থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। যদিও আদালতে যাওয়ার পথে ইমরান দাবি করেন, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

ধৃত ইমরানের পরিবারের দাবি, পাসপোর্টের জন্য অনলাইন আবেদনের ফর্ম প্রিন্ট করে দিতেন তিনি। তাঁর খুড়তুতো দাদা মহম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, 'ইমরান ১০০ টাকা নিয়ে ফর্ম ফিলআপ করে দিত। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের অফিসাররা যা করার করেছে।' ভাই নির্দোষ বলে দাবি করে ইমরানের দাদা মহম্মদ রিজুয়ান বলেন, 'পুলিশ বাড়িতে এসে ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করেছে। আমার ভাই কিছু করেনি।'

এ বিষয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পণ্ডিত জাভালগি বলেন, 'গত নভেম্বর মাসে আধার কার্ড নিয়ে একটি অভিযোগ আসে পুলিশের কাছে। তার পরেই ভদ্রেশ্বর থানায় পুলিশ সুয়োমোটো মামলা করে তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনায় একই আধার নম্বর ব্যবহার করে নকল নথি তৈরি করা হত। প্রাথমিক ভাবে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' চন্দননগর আদালতের সরকারি আইনজীবী রীতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃতরা পাসপোর্ট জালিয়াতিতে যুক্ত। মূলত জন্মের শংসাপত্র, আধার কার্ড ব্যবহার করত। তাই অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করা হয়েছে।'

মেদিনীপুর মেডিক্যালে প্রসূতির মৃত্যুতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চিকিৎসায় গাফিলতিতে ফের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বুধবার রাতে সিজার হওয়া ৬ জন প্রসূতি বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের ৩ জনকে সিইউ ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে গড়বেতার বাসিন্দা মামনি রুইদাস নামে এক প্রসূতির শুক্রবার ভোরে মৃত্যু হয়। বুধবার রাতে সিজারের পর তার পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। প্রসূতি মৃত্যুর পর হাসপাতলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ভুল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন প্রয়োগের ফলেই ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে এবং বাকি প্রসূতিরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, কয়েকজন চিকিৎসকেরদের নিয়ে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। হাসপাতালে উত্তেজনা থাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রিমিয়ার লিগে ৩ বারের 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' রামকৃষ্ণের ভাগ্যে জোটেনি আবাস যোজনার ঘর

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

সন্তোষ জয়ী ফুটবলার চাকরি পেলেও জেলায় থাকা মফঃস্বলের ফুটবলার সদ্য সমাপ্ত কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের তিনবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়া গোলকিপার রামকৃষ্ণ দেবনাথের ভাগ্যে জোটেনি রাজ্য সরকার ঘোষিত বাংলা আবাস যোজনার ঘর। বাবা অসিত

দেবনাথ পেশায় তাঁত শ্রমিক, মা মণি দেবনাথ গৃহবধূ। রামকৃষ্ণের এক ভাই কলেজে পড়ে। রামকৃষ্ণের বাবা একটি চোখে দেখতে পান না। এই এক চোখ নিয়েই ছেলেকে মানুষ করেছেন তিনি। মাথার ওপর একটু আচ্ছাদনের জন্য পঞ্চায়েতের মেম্বার থেকে শুরু করে প্রধানের দ্বারস্থ হয়েছেন বারংবার কিন্তু প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা থেকে বাদ গেছে তার নাম। নদিয়ার নবদ্বীপ ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেজুর বাগান গ্রামে তার বাড়ি। সংসার চালাতে বিভিন্ন জায়গায় থাকে খেপ খেলতে হয়। বিগত ১২ বছর ধরে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে সুনামের সঙ্গে গোলকিপার খেলছে রামকৃষ্ণ। সদ্য সমাপ্ত কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে সার্দান সমিতির হয়ে সকলের নজর কেড়েছিল, একই সঙ্গে এবার কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে তিন তিনটে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয় রামকৃষ্ণ দেবনাথ। সংসারে অভাব আর্থিক অনটনের কারণে বেশিদূর পর্যন্ত নিজেও পড়াশোনা করতে পারেনি। মাধ্যমিক পাশ করে তাকে পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়। প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণ জানায়, অনেকবার অনেকে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন একটি ঘরের জন্য, কিন্তু সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রামকৃষ্ণের স্বপ্ন একেবারে গগনচুম্বী। তিনি কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের জার্সি গায়ে পোস্টের নিচে দাঁড়ানোই তার বড় লক্ষ্য। লক্ষ্য আছে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানো। সময় পেলেই জন্মনগর সেবক সমিতির মাঠে নিয়মিত দুই বেলা অনুশীলনের নেমে পড়ে রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ মা মণি দেবনাথ জানান, অনেক ছোটবেলা থেকে রামকৃষ্ণ ফুটবল খেলে। এই ফুটবল খেলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় ছেলে। অভাবে সংসারে ঠিকমতো যে পরিমাণ খাবার দরকার সেটুকুও পায় না। রামকৃষ্ণ অভিমানের সুরে জানায়, একমাত্র টিনের চালা ঘরে মা বাবা এবং ভাইকে নিয়ে রামকৃষ্ণের সংসার। সরকারি ঘরের জন্য আবেদন করেছিল রামকৃষ্ণর বাবা। এসে দেখেও গিয়েছিল কিন্তু সরকারি ঘর জোটেনি। এ বছর সন্তোষ ট্রফিতে ডাক পেলেও চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে তার। কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ জয়ী দলের সকলকে চাকরি দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু নদিয়ার চর ব্রহ্মনগর সেবক সমিতির ফুটবলার সকলের ডাক নাম মামা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ দেবনাথের ভাগ্যে জোটেনি সরকারি ঘর। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও মিলছে না মাথার ওপর তরুণ গোল রক্ষক রামকৃষ্ণের এক চিলতে ছাদ।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক যুবক। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম রুবেল মিয়া (২১)। বাড়ি গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত পালশা এলাকায়। ফুলবাড়িতে সে একটি ৭ এমএম পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকা থেকে রুবেলকে পাকড়াও করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। প্রায় ৭৫০০ টাকার বিনিময়ে ওই এলাকার এক ব্যক্তির কাছে আগ্নেয়াস্ত্রটি বিক্রি করতে এসেছিল সে। অন্যদিকে, ধৃত রুবেল মিয়াকে এদিন বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি এই ঘটনার পেছনে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - I, কলকাতা
নাগাল্যান্ড হাউস, ৯ম তল
১১ এবং ১৩, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

উদ্ধার নোটিশ

পত্র নং : SAMB1/BR/491 তারিখ : ০২.০১.২০২৫

প্রতি
১. **ইস্টার্ন কমনেটস লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)**, ৪, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
২. **শ্রী যতন কুমার বৈদ (জামিনদাতা)**, পি-৩৮, লেক ভিউ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
৩. **শ্রী যশবন্ত বৈদ (জামিনদাতা)**, পি-৩৮, লেক ভিউ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
৪. **শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ (জামিনদাতা)**, পি-৩৮, লেক ভিউ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
৫. **গোপাল বার্টার প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)**, ২৭/৮এ, ওয়াটারলু স্ট্রিট, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহ সরণি, কলকাতা - ৭০০০৬৯
৬. **ওলিভার মার্কেটিং প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)**, পি-৩৮, লেক ভিউ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
৭. **সিকিম লিজার অ্যান্ড হলিডেজ লিমিটেড (কর্পোরেট জামিনদাতাগণ)**, ১৬, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩

মাননীয় মহাশয়,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তিসমূহের বিক্রির নোটিশ
অ্যাকাউন্ট : মেসার্স ইস্টার্ন কমনেটস লিমিটেড

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ১৭.০৪.২০১৪ তারিখের নোটিশ মারফত জ্ঞাত করা হচ্ছে যে **(ক) ৫৩,৬৩,৭৭,৬৯৬.০০ টাকা** (তিপান্ন কোটি তেষট্টি লাখ সাতাত্তর হাজার ছশো ছিয়ানব্বই টাকা) **১৭.০৪.২০১৪ অনুযায়ী** (১৭.০৪.২০১৪ পর্যন্ত সুদ সহ হিসাবকৃত) পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ বকেয়া **(স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)** এবং **(খ) ১০,৭৩,৮৩,৮৪০.৫৬ টাকা** (দশ কোটি তিয়াত্তর লাখ তিরাশি হাজার আটশ চল্লিশ টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) **৩১.০১.২০১৪** অনুযায়ী (৩১.০১.২০১৪ পর্যন্ত সুদ সহ হিসাবকৃত) পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ বকেয়া **(ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)** জামিনদত্ত ঋণদাতাগণ এবং দখল নোটিশ তারিখ ০২.০৮.২০১৪ সংশ্লিষ্ট শীর্ষাঙ্কিত অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী। কিন্তু আপনারা সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হয়েছেন।

যাহোক ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালেস সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল অধীনে ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত সংরক্ষিত মূল্যে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যদি আপনারা সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ থেকে **৩০ দিনের** মধ্যে আদায়দানে ব্যর্থ হন সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালেস সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১), এবং পরিশিষ্ট ৪-এ উক্ত রুলস অধীনে।

বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় চতুর্থতল (বর্তমানে ৫মতল) ভবনের এবং নির্মাণ মুক্তলিজহোল্ড জমি পরিমাণ ৪৫০৭ বর্গফুট কমবেশি দুই ঢাকা এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস প্লট নং ২৭, ব্লক -ইএন, অ্যাডভান্টেজ টাওয়ার অবস্থিত মৌজা : মহিষ বাথান, সেক্টর -৫, বিধাননগর সিটি এক্সটেনশন এরিয়া, বিধাননগর পৌর নিগমের অধীন, থানা : বিধাননগর (পূর্ব), কলকাতা : ৭০০০৯১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
(দ্রষ্টব্য : কার পার্কিং স্পেস বিভাজিত নয়)
সম্পত্তি ২: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় পঞ্চমতল (বর্তমানে ৬ষ্ঠতল) ভবনে মুক্ত লিজহোল্ড জমি পরিমাণ ৪৪৭০ বর্গফুট কমবেশি দুটি ঢাকা এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস প্লট নং ২৭, ব্লক -ইএন, অ্যাডভান্টেজ টাওয়ার অবস্থিত মৌজা : মহিষ বাথান, সেক্টর -৫, বিধাননগর সিটি এক্সটেনশন এরিয়া, বিধাননগর পৌর নিগমের অধীন, থানা : বিধাননগর (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০৯১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
(দ্রষ্টব্য : কার পার্কিং স্পেস বিভাজিত নয়)

আমরা আবারও আপনাদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতা(গণ) তাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন। (সাধারণ নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধারের অধিকার বন্ধকদাতার শেষ হয়ে যায়।)

আপনাদের বিশ্বস্ত,
তারিখ : ০২.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা এসবিআই এসএএমবি ১ শাখা কলকাতা (০৪১৫১)

শান্তিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- শান্তিপুর, পোঃ- ঘোড়াইক্ষেত্র, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া
রেজিঃ - ৫৪৮ তারিখ- ২৭/০৯/১৯৬৭

নোটিশ

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির **পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের** উদ্দেশ্যে আগামী **০৪/০২/২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায়** সমিতি অফিস প্রাঙ্গনে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা:/- **মলিন চৌধুরী**
স্পেশাল অফিসার
তাং- ১০.০১.২০২৫ **শান্তিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৯.০১.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স প্রশান্ত টেলিকম (স্বত্ব : শ্রী প্রসাদ শীল)**, ১২ বি টি রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৬, **শ্রীমতি সুচন্দ্রা শীল** (প্রসাদ শীলের স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী), সাকিন ২২০, রাজা রামমোহন পথ, লেন নং ২৫, নবনগর, থানা : নিমতা, পো :বিরাটী, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৫১। **শ্রীমতি সুপ্রভা শীল,** প্রয়াত প্রসাদ শীলের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী আইনি অভিভাবক শ্রীমতি সুচন্দ্রা শীলের মাধ্যমে), সাকিন ২২০, রাজা রামমোহন পথ, লেন নং ২৫, নবনগর, থানা : নিমতা, পো :বিরাটী, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৫১। **শ্রীমতি চিন্ময়ী শীল,** স্বামী শ্রী প্রভাত শীল, সাকিন : ৬৮২, এম বি রোড, বিরাটী, ফ্ল্যাট নং ১, জি ব্রিকুট গার্ডেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৫১, **আরও ঠিকানা :** ২২০, রাজা রামমোহন পথ, লেন নং ২৫, নবনগর, থানা : নিমতা, পো :বিরাটী, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০৫১। **শাখা : সল্ট লেক।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত ভবন (দোতলা) এরিয়া পরিমাণ ২ কাঠা অবস্থিত রাজা রাম মোহন পথ, বাই লেন নং ২৫, থানা : নিমতা, পো : বিরাটী, নবনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, প্লট নং ৩৫-সিএস দাগ নং ৬২৮, আরএস দাগ নং ৬২৮/১৮২৭, মৌজা : ফিঙ্গা, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ৩২০/১, ওয়ার্ড নং ২, তৌজি নং ১৭৭, হোল্ডিং নং ১৭৪, পশ্চিম নবনগর বি আর এ সরণি, উত্তর দমদম পুরসভা অধীন, থানা : নিমতা, কলকাতা : ৭০০০৫১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও কাশীপুর, **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ৬২৮ প্লট নং ৩৬; **দক্ষিণে :** দাগ নং ৬২৮ প্লট নং ৩৪; **পূর্বে :** দাগ নং ৬২৮ প্লট নং ২৭; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) জানা নেই গ) ৩৯,৬৬,৬৯০.০০ টাকা ঘ) ৩,৯৬,৬৭০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB06071126143
		সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ দোকান ঘর ঢাকা সাটার দ্বারা পরিমাণ এরিয়া ১১৬ বর্গফুট কমবেশি দোকান নং ৮, এবং এরিয়া পরিমাণ ৭৫ বর্গফুট কমবেশি দোকান নং ৯, এবং উভয় দোকান ঘরের যৌথভাবে পরিমাণ বাণিজ্যিক এরিয়া ১৯১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত একতলায় (পূর্ব দিকে) জি-৪ তলা ভবনের নাম ত্রিকুট গার্ডেন , সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ নিমতা, তৌজি নং ১৯৪, জেএল নং ৮, আরএস নং ১০২, আরএস খতিয়ান নং ১৪৭৮, দাগ নং ৯০৬০, প্রেমিসেস নং ৬৮২, এম বি রোড, থানা নিমতা, স্থানীয় উত্তর দমদম পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ২৭(২৩) ওয়ার্ড নং ১৯, এডিএসআর কাশীপুর অধিক্ষেত্র, দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-৫৭৭৩ তারিখ ২৮.০৮.২০১২। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৯০৬৩ এবং ৩৫ ফুট চওড়া এম বি রোড এবং নিকাশি; দক্ষিণে : দাগ নং ৯০৯০, পূর্বে : দাগ নং ৯০৬২, ৯০৬৬, ৯০৯২, এবং ৯০৯৩ ; পশ্চিমে : দাগ নং ইউসুফ খান্টালের জমি । **দোকানের চৌহদ্দি : উত্তরে :** একটি দোকান নং ৭; **দক্ষিণে :** দোকান নং ১০ এবং ১১; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) জানা নেই গ) ৯,১৩,২১৮.০০ টাকা ঘ) ৯১,৩২২.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB03068163091 ছ) ১,৩৮,১৩,৭৩২.০০ টাকা (এক কোটি আটত্রিশ লাখ তেরো হাজার সাতশ বত্রিশ টাকা) ০৫.০১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, মূল্য এবং চার্জ এবং সুদ, মূল্য এবং চার্জ সহ

সম্পত্তির ফটো		সম্পত্তির ভিডিও	সম্পত্তির অবস্থান	
IDIB06071126143	IDIB03068163091	IDIB03068163091	IDIB06071126143	IDIB03068163091

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম | সম্পত্তির বিস্তারিত | ক) স্বত্ব দখলীকৃত
খ) জানা নেই
গ) ৮,৩৬,০০০.০০ টাকা
ঘ) ৮,৩,৬০০.০০ টাকা
ঙ) ১০,০০০ টাকা
চ) IDIB06103317533
ছ) ৮,৫১,৩৯০.০০ টাকা (আট লাখ একান্ন হাজার তিনশ নব্

নিরাপত্তা বৃদ্ধি হল রাজ্যের বস্ত্র ও সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা তৃণমূল দলের জেলার সহ-সভাপতি দুলাল সরকার ওরফে বাবলা খুনের ঘটনার পর বাড়ানো হল রাজ্যের বস্ত্র ও সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেনের নিরাপত্তা। পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের আগের যা দেহরক্ষী ছিল, তারপরে আরও পাঁচজন হাউস গার্ড বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে মন্ত্রী নিরাপত্তা বাড়লেও, মালদা জেলা পরিষদের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য মর্জিনা খাতুনের জেলা পুলিশের কাছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাকে সেই নিরাপত্তা না দেওয়াই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের ওই জনপ্রতিনিধি। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল নেতা তথা মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য বুলবুল খান অবশ্য বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় দলের গোষ্ঠীকোন্দল থাকার কথাই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই বাবলা সরকার খুন হয়েছে। কারণ, এখনো পর্যন্ত যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে তৃণমূলের ইংরেজবাজার টাউন সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি রয়েছে। আর এই নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারির সঙ্গে ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর বাবলা সরকারের দীর্ঘদিনের সংঘাত ছিল। গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেই এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। পাশাপাশি ওই তৃণমূল নেতার দাবি, বাংলা - বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়াতে হরিশ্চন্দ্রপুরে বিহারের দুষ্কৃতীরা এসে অপরাধমূলক কাজকর্ম করে চলে যাচ্ছে।

এপ্রসঙ্গে এলাকার বিরোধীদের দাবি, তৃণমূলের বিপদ বিরোধী দলের কারো কাছ থেকে নয়। তাদের দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দলের নেতৃত্বের মধ্যে আক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ জানুয়ারি বাবলা সরকার খুনের ঘটনার পর থেকেই মালদা জেলা সহ বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীদের সরকারি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এদিকে ইংরেজবাজারের তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের ঘটনার পরই হরিশ্চন্দ্রপুরের দীর্ঘদিনের শাসকদলের বিধায়ক এবং রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যদিও মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তার সরকারি নিরাপত্তা ছিল চলতি মাস থেকে তা নিরাপত্তা আরো বৃদ্ধি করা হল। মন্ত্রী দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তাজমুল হোসেনের আরও পাঁচজন হাউস গার্ড বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অভিনব প্রতারণা ছক, স্ক্রিপ্ট করে মানুষকে প্রতারিত করায় গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: একটা ফোন কল। ধরলেই শুনিবেন, নমস্কার স্যার বা ম্যাডাম,আমি আইডিএফসি ব্যাংক থেকে বলছি। এই কথা থেকে শুরু। তারপর একের পর এক সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে মোটা টাকা আত্মসাৎ। বিগত দু'বছর ধরে এইভাবেই চলছে প্রতারণা। বারাসত পুলিশ জেলার শিশিরকুঞ্জ স্টার মলের বিপরীতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলছিল এই প্রতারণা। এদের খাতায় অসংখ্য ব্যাংকের জাল নথি আছে, এমনকী আরবিআই এর নথিও জাল করে সাধারণ মানুষকে লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হত দিনের পর দিন। অবশেষে বারাসত জেলা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ৬ জন অভিযুক্ত। যার মধ্যে মূল অভিযুক্ত সুমন দে। এই সুমন দে বাড়িটি ভাড়া নিয়ে টেলি কলিং সেন্টার চালাতো। যেখানে ৩৪ জন পুরুষ মহিলা কাজ করতো। এদের কাজ ছিল ফোন করে সাধারণ মানুষকে লোনের প্রলোভন দেখিয়ে

তাদের জালে ফাঁসানো এবং পরবর্তীতে মোটা টাকা প্রতারণা করা হত। শুক্রবার বারাসত ময়নায় পুলিশ সুপারে অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নিলাঙ্গী জানান, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হানা দেয় শিশিরকুঞ্জের ওই টেলি কলিং সেন্টারে। সেইসময় অফিস ভর্তি কর্মীরা কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় মূল অভিযুক্ত সুমন দে সহ ৫ জনকে। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪২টি মোবাইল, যার মধ্যে বেশিরভাগ কিপ্যাড মোবাইল, দুটি ল্যাপটপ, একটি ডেস্কটপ। অসংখ্য ব্যাংকের জাল নথি। এবং বেশ কিছু ডায়েরি যেখানে লেখা রয়েছে কিভাবে কথা বলতে হবে কাস্টমারদের সঙ্গে। অর্থাৎ সুন্দর একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হত, সেই স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ফাঁসানো হত একের পর এক সাধারণ মানুষকে। এই ৬ জন ধৃতকে এদিন বারাসাত আদালতে পাঠানো হয় পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে। বিচারক তাদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

যাতায়াতের জন্য খালের ওপর অস্থায়ী রাস্তা তৈরি আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কথা শোনেনি বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত ও তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি, বাধ্য হয়েই হতদরিদ্র দু'টি গ্রামের আদিবাসী মানুষেরা নিজেদের টাকা খরচ করে গ্রামের খুদে, মহিলা ও পুরুষেরা মিলে যাতায়াতের জন্য খালের ওপর অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করলেন।

বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু তার পরেও টনক নড়েনি। অবশেষে স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে নিয়েই গ্রামের পুরুষরা স্থানীয় খাল বা জোড় পারাপার করার জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করলেন। বিজেপি পরিচালিত মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণশোল গ্রামে রয়েছে রায়পাড়া ও আদিবাসী পাড়া। দু'টি পাড়ায় মোট ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারের বাস। গ্রামের অপরদিকে রয়েছে শুকাশোল গ্রাম। এই গ্রাম দু'টির মাঝ বরাবর বয়ে গিয়েছে স্থানীয় একটি খাল বা জোড়।

গ্রামের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল, গ্রামের মানুষদের গ্রাম পঞ্চায়েত, হাটবাজারে এবং এলাকার মুমূর্ষ রোগীদের বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী হাসপাতাল যেতে গেলে খালের ওপর এক হাঁটু জল পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হত। বর্ষার সময় এই খাল রুদ্ররূপ ধারণ করে তখন পারাপার করা সম্ভব হয় না। বিকল্প পথ রয়েছে ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার ঘুরপথ। ১৫-২০ বছর পূর্বে এই খালের ওপর একটি কাঠের সেতু ছিল বন্যার জলে সেটিও ভেঙে যাওয়ার পর আর প্রশাসন মুখ ফিরে তাকায়নি এই অসহায় মানুষগুলির দিকে। বারংবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও এলাকায় যাতায়াতের সমস্যার সমাধান হয়নি।

অবশেষে বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করে দিন আনা দিন খাওয়া এই হতদরিদ্র পরিবারগুলির কাছ থেকে তাদের সংসার খরচার কারো কাছে ২০০ টাকা কারো কাছে ৩০০ টাকা কারো কাছে ৫০০ টাকা কারো কাছে ১০০০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে মোট ২২০০০ টাকা জোগাড় করে এবং নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে এই খালের ওপর একটি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করল নিজেরাই। এমনকি গ্রামের খুদে খুদে বাচ্চা থেকে শুরু করে গ্রামের বউরাও এই রাস্তা তৈরিতে হাত লাগিয়েছে। তবে আগামী বর্ষাতে এই অস্থায়ী রাস্তাও জলের তলায় তলিয়ে যাবে তারপর কী হবে? এই উত্তর নেই কারও।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই সমস্যা রয়েছে। ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসেন প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ভোট ফুরিয়ে গেলে কাজের কাজ কিছু হয় না আর নেতাদের দেখা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে উদ্যোগ নিয়ে এই অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করতে হল।' বিজেপি পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বারংবার জানানো হয়েছে ওই এলাকায় ব্রিজ তৈরি করতে যে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে তার সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই এটি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ করতে পারে। তাদেরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চদশ অর্থবর্ষের আওতায় এনে পারাপারের জন্য একটি ব্যবস্থা করা হবে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব ও আনন্দমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: বৃহস্পতিবার থেকে শিক্ষার্থী সপ্তাহের পাশাপাশি বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শুরু হল বার্ষিক উৎসব ও আনন্দমেলা। বার্ষিক উৎসব চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অসিত মাল, বীরভূম জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি স্বর্ণলতা সোরেন, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বোলপুর পুরসভার পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ সহ বিশিষ্টরা। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ছাত্রদের প্রদর্শনী ও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ছাত্র ও শিক্ষকদের দুটি নাটক, সুন্দরবনের গল্প ও আজব দেশের গপ্পো। বিদ্যালয়ের সভাপতি চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী জানালেন, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃতির আঙ্গিনা ছেড়ে মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে তাই উদ্যোগ।

শুক্রবার বিকেলে সিউড়ির সিধু-কানহু চত্বরে গার্ডেনিং অ্যান্ড মোর (বীরভূম) এর ব্যবস্থাপনায় ফুল, পাতাবাহার ক্যাকটাস, গাছের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর (ফ্লাওয়ার শো) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যান পালন বিভাগের অধিকর্তা দীপ্তেন্দু বেরা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বাড়িতে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে ব্লক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পাইপের মাধ্যমে বাড়িবাড়ি পানীয় জল পৌঁছনোর কাজ প্রায় শেষ। এবার আগামী গ্রীষ্মের আগেই কাঁকসার গোপালপুরে সমস্ত বাড়িতে পৌঁছে যাবে পানীয় জলের পরিষেবা। সেই লক্ষ নিয়েই এবার কাজের অগ্রগতির বিষয়ে জোর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন জেলাশাসক। শুক্রবার বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবার কাজ কতদূর পৌছালো সেই বিষয় নিয়ে গোপালপুরে জেলাশাসক একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন কাঁকসা ব্লক প্রশাসনকে নিয়ে।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক, দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, পিএইচই আধিকারিকরা, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, বন ও ভূমি কর্মাধক্ষ বুড়ি টুডু,কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে সহ গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানেরা।এই বৈঠকে জেলা শাসক জোর দিয়েছেন গ্রীষ্মের আগেই বারি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বৈঠকে উঠে আসে বেশ কিছু

সমস্যার কথা যেগুলি নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে।

জেলাশাসক জানিয়েছেন, গ্রীষ্মের আগেই জল পৌঁছে দিতে হবে এবং কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজন পড়লে ম্যান পাওয়ার বাড়ানোর কথা বলেছেন ব্লকের আধিকারিকদের।

নিকাশী নালার সমস্যা মেটাতে ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাইড্রেন তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: হাওড়া বাগনান একটি জনবহুল শহর। বাগনান স্টেশন ও বাগনান বাস স্ট্যান্ডকে ঘিরে প্রতিদিন লক্ষাধিক লোকের যাতায়াত। রয়েছে কয়েক হাজার দোকান। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন অফিস ও রয়েছে এখানে। কিন্তু ফিবছর একটু বৃষ্টি হয়ে ভাসে বাগনান শহর। বিশেষত বাগনানের বেড়াবেড়িয়া এলাকায় সারা বছর রাস্তায় জল থাকে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রাই। বাগনানের মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এই সমস্যা হচ্ছে। বাগনান বাসস্টান্ডের পিছনে নিকাশী নালা সহ বিভিন্ন ড্রেন প্লাসটিক জাতীয় বর্জ্য পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় এই হাল। এবার নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজে হাত লাগিয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। জানা গিয়েছে, বাগনান বাস স্ট্যান্ডের পিছনে থাকা ছোট নিকাশী ড্রেনকে হাই ড্রেনে পরিণত করা হচ্ছে। বাগনান এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন জানান,'বাগনান এক পঞ্চায়েত সমিতির এলাকাধীন বাসস্ট্যান্ডের নিকাশীকে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে।' বাগনান এক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সইদুল মীর জানান, 'বিধায়ক অরুণাভ সেনের নির্দেশ মতো দ্রুত এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০মিটার দীর্ঘ ও ১২ ফুট চওড়া এই হাই ড্রেন বাগনান শহরের জল যন্ত্রণা মেটাতে সহায়ক হবে। জোর কদমে কাজ চলছে।' এদিকে বাগনানের মানুষের একাংশের অভিমত নিকাশী বুজিয়ে বিল্ডিং তৈরির প্রবণতা না কমালে, প্লাস্টিক ব্যবহার না কমালে জল যন্ত্রণা যাবে না। কয়েক বছর পর আবার সমস্যা তৈরি হবে।

সাঁওতাল সমাজ ও খেড়িয়া শবর সম্প্রদায়ের মানুষকে নববস্ত্র উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার হরিপালের মালিয়ার বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে প্রায় ৫৫০০ জন আদিবাসী ও খেড়িয়া সম্প্রদায়ের মা, ভাই বোনদের মকরসংক্রান্তির সাকরাত উৎসব উপলক্ষে নতুন বস্ত্র উপহার দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডা. করবী মান্না।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উৎসব ও খেড়িয়া সবর জাতিদের টুসু উৎসব উপলক্ষে নববস্ত্র দেওয়ার লক্ষ্যে এদিন প্রায় ছয় হাজার মানুষকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হল। আমরা ইদের সময় মুসলিম ভাইবোনেদের পুজোর সময় আমাদের হিন্দু ভাই বোনেদের ছট পুজোর সময় হিন্দিভাষী ভাই বোনেদের যেমন নববস্ত্র বিতরণ করা হয় সেই মতো এই সব সমাজের ভাই বোনেদের হাতে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হল। প্রত্যেক বছর আমরা এটা করে থাকি আগামী দিনেও করব পৌষ সংক্রান্তি টুসু উৎসব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নববস্ত্র পরিধান করে আনন্দ করতে পারবে।'

জেলায় শতাধিক সরকারি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল হবে এই শিক্ষাবর্ষে

সুমন তালুকদার

বারাসাত: সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর স্বপ্ন বাড়ছে গ্রামাঞ্চলে অভিভাবকের মধ্যেও। কিন্তু অপ্রতুল স্কুল ও আর্থিক দুরাবস্থার কারণে সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। এবার প্রত্যন্তর এলাকার দুঃস্থ অভিভাবকদের স্বপ্ন সফল করতে উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। জেলার প্রত্যন্তর এলাকায় হতে চলেছে শতাধিক ইংরেজি মাধ্যমের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে এমনই উদ্যোগ নিতে চলেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ও রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এই মাধ্যমেই উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য ধাপে ধাপে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও চালু করা হবে। বাম জামানায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে এক বড় অংশের শিক্ষার্থীদের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল গ্রাম ও প্রান্তিক এলাকার পড়ুয়াদের। রাজ্যে ক্ষমতায় এসে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা প্রকল্প এনে দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রসস্থ করেছে। ব্যতিক্রম নয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলাও। এই জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭৫২টি। এরমধ্যে ২৭টি স্কুল ইংরেজি মাধ্যম হয়ে গেছে এবং আরও ৯টি স্কুল ইংরেজি মাধ্যম হওয়ার পথে রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক স্কুল সংসদের চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি স্কুলে এডুকেশন এর প্রেসিডেন্ট ডঃ গৌতম পাল চাইছেন প্রত্যন্তর গ্রামের আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ছেলে মেয়েরাও যাতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করার। তাঁদের নির্দেশমতোই হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, বাগদার মতো জেলার বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলির মধ্যে বেছে বেছে ইংরেজি মাধ্যম করা হবে।

গঙ্গাসাগর মেলাকে দূষণমুক্ত করার বার্তা নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রশাসনের উদ্যোগে 'রান ফর গ্রিন গঙ্গাসাগর'।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সাগরে পরিবেশ বান্ধব মেলার সূচনা করলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: বৃহস্পতিবার বাবুঘাট থেকে সাগর মেলার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর শুক্রবার বিকেলে মেলা অফিসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এবারের সাগরমেলার পরিবেশ বান্ধব মেলার সূচনা করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও, গঙ্গাসাগর- বকখালি উন্নয়ন পর্ষদদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মালি সহ উপকূল রক্ষী বাহিনী ও জাতীয় বিপর্যয় মেকাবিলা দলের কমান্ডার, ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়ন্ত সুকুল ও পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। মেলার সূচনা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। প্লাস্টিক মুক্ত গ্রিন গঙ্গাসাগর মেলা গড়তে এবার বদ্ধপরিকর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন। জেলাশসক সুমিত গুপ্তা বলেন, এই মেলায় আসতে গেলে স্থল ও জলপথে আসতেই হবে। এই মেলা সেজন্য সবসময় চ্যালেঞ্জ। এবারের মেলা প্লাস্টিক মুক্ত। এবার সমুদ্রতট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবারও মেলার লক্ষ্য গ্রিন ও ক্লিন রাখা। এবারের মেলাও দুর্ঘটনামুক্ত রাখার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবারও মেলায় নিরাপত্তার জন্য স্থল-জল- আকাশ পথে নজরদারি চলবে। সিসিটিভি ও ড্রোনের ব্যবস্থা থাকছে। মেলায় তৈরি হয়েছে মেগা কন্ট্রোলরুম।' মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, 'বিগত দিনের ঐতিহ্য মেনে এই মেলা পরিচালনা করা হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকাও অপরিসীম। সাগরমেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়া হোক। মুড়িগঙ্গা সেতু তৈরির প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। জমি অধিগ্রহণ দ্রুত শুরু হবে।'

মেলার সূচনা উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'রান ফর গ্রিন'-এর আয়োজন করা হয়। এই দৌড়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি প্রচুর সাধারণ মানুষও যোগ দিয়েছিলেন। দৌড় শেষ হয় পাঁচ নম্বর সমুদ্র তটে। দৌড়ে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। মেলায় খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে সাগর সংকীর্তন এবং সাগর প্রবচন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রশাসনের উদ্যোগে সাগরে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

বিধায়কের জন্মদিনে কম্বল বিতরণ, ২০০০ দুঃস্থকে বনভোজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: শুক্রবার পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন পালন হল খনি অঞ্চলজুড়ে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিধায়কের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মদিন পালন করলেন। অন্যথা হয়নি, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল।

এদিন গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন উপলক্ষে এলাকার শতাধিক গরিব দুঃস্থর হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল, পাশাপাশি প্রায় হাজারখানেক লোকেদের নিয়ে হল বনভোজন। রাতে যেমন এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অংশ নিয়েছিল ছিল এলাকার বহু মানুষ। গোগলা অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন উপলক্ষে প্রথমেই পানশিউলি এলাকার মনসা মন্দিরে বিধায়কের দীর্ঘায়ু কামনা করে হয় পুজো। এরপর এলাকার গরিব দুঃস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শীত বস্ত্র হিসাবে কম্বল ও এলাকার হাজার খানেক মানুষকে নিয়ে অজয় নদের তীরে হয় বনভোজনের আয়োজন।

জন্মদিন উপলক্ষে ছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সশরীরে হাজির হয়ে দলীয় কর্মীদের তাঁর জন্মদিনে আপ্যায়ন দেখে অভিভূত হন। পাশাপাশি, জন্মদিনের কেক কেটে এই দিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

আদিবাসী দিদির বাড়িতে জন্মদিন পালন ব্যাপারটাই আলাদা : নরেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা জন্মদিন পালন করলেন বিধায়কের।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের লক্ষ্মী মুর্মু, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আপ্লুত হয়ে, তিনি অনুরোধ করেন বিধায়কের জন্মদিন পালন করবেন তাঁর বাড়িতেই। যেমন কথা তেমন কাজ। বিধায়ককে নিজের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়ালেন জন্মদিনের পায়েস। এটাই তাঁর পরিতৃপ্তি। স্বভাবতই লক্ষ্মী মুর্মু একগাল হাসি নিয়ে বললেন, 'জীবনে ভাবিনি দাদা আমার বাড়িতে বসে খাবার খাবেন। দাদার প্রতিটি সুখ দুঃখে আমরা এভাবেই পাশে থাকতে চাই।' বিধায়ক বলেন, 'বড় হোটেলের করতালির মধ্যে দিয়ে কেক কাটার চেয়ে এই লক্ষ্মীদিদের বাড়িতে আদিবাসী নাচ-গানের মধ্য দিয়ে জন্মদিন পালন, আবেগে ভাষার আনন্দটাই আলাদা।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে বিশ্রামের জল্পনা, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবেন না রাহুল?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু ইংল্যান্ড সিরিজ। সাদা বলের ক্রিকেট খেলবে ভারত এবং ইংল্যান্ড। সেই সিরিজে বিশ্রাম নিতে পারেন লোকেশ রাহুল। ঘরের মাঠে ভারত পাঁচটি টি-টোয়েন্টি এবং তিনটি এক দিনের ম্যাচ খেলবে। সেই দুই সিরিজে বিশ্রাম নিতে পারেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছিলেন রাহুল। কিন্তু তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্রাম নিতে চেয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে না খেললে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ দেওয়া হবে তাঁকে? বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্রাম চেয়েছে রাহুল। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁকে দলে নেওয়া হলে খেলবেন।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে ১০ ইনিংসে ২৭৬ রান করেন রাহুল। তিনি ওই সিরিজে ভারতে হয়ে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় তিন নম্বরে ছিলেন। সাদা বলের ক্রিকেটে রাহুল উইকেটরক্ষক হিসাবে জায়গা করতে পারেন। ঋষভ পন্থ রয়েছেন উইকেটরক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় উইকেটরক্ষকের জায়গা নিতে পারেন রাহুল। তবে নাম শোনা যাচ্ছে সঞ্জু স্যামসনেরও।

রাহুল শুধু দেশের হয়ে খেলা থেকে বিশ্রাম নেননি, তিনি কর্নাটকের হয়ে বিজয় হজারে ট্রফিও খেলবেন না। তবে ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রঞ্জি ট্রফিতে রাহুল খেলেন কি না সে দিকে নজর থাকবে। কোচ গৌতম গম্ভীর সব ক্রিকেটারকেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার উপদেশ দিয়েছেন। রাহুল বিজয় হজারে থেকে নাম সরিয়ে নিলেও রঞ্জিতে খেলতে পারেন। কারণ ২২ জানুয়ারি থেকে ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু। সেই সিরিজে রাহুল না খেললে রঞ্জিতে খেলতেই পারেন।

সিডনিতে মাইলফলক ছুঁতে না পেরে কেন হতাশ স্মিথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বল তাঁর ব্যাট ছুঁইয়ে তৃতীয় স্লিপে যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে ধরা পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্মিভ স্মিথ। অস্ট্রেলীয় ব্যাটার আউট হয়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সে সময় তাঁর দরকার ছিল ১ রান। তা হলেই টেস্ট ক্রিকেটে ১০ রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলতেন তিনি। এক রাশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন স্মিথ। ৯৯৯৯ রানের মাথায় আউট হওয়ার পাঁচ দিন পর অনুভূতির কথা জানিয়েছেন তিনি।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির শেষ ইনিংসে আউট হওয়ার পর স্মিথের হতাশা দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দু'টেস্টের সিরিজে নিশ্চিত ভাবে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবেন স্মিথ। তবু ৯৯৯৯ রানের মাথায় আউট হওয়ার হতাশা এখনও ঝেড়ে ফেলতে পরেননি অসি ব্যাটার। স্মিথ বলেছেন, ''এক রান। সেই মুহূর্তে বেশ খারাপ লেগেছিল। খুব হতাশ লাগছিল। নিজের ঘরের মাঠে পরিবার, বন্ধুবান্ধবের সামনে মাইলফলক ছুঁতে পারলে ভাল লাগত। আশা করি, গলে (শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট) একটা রান করে ফেলতে পারব। মনে হয় আগে ম্যাচটায় এই বিষয়টা নিয়ে একটু বেশিই ভেবে ফেলেছিলাম। এত চাপের কিছু নেই। হয়ে যাবে।'' উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিনিই অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন। বিশ্বের ১৫তম এবং অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ ব্যাটার হিসাবে মাইলফলক ছোঁয়ার সুযোগ তাঁর সামনে।

স্মিথ প্রথম নন। ৯৯৯৯ টেস্ট রানের মাথায় আউট হয়েছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনেও। ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়কও আউট হয়েছিলেন ব্যক্তিগত ৯৯৯৯ টেস্ট রানের মাথায়। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের অ্যালিস্টার কুক এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারাও ৯৯৯০ রান করার পর এবং ১০ হাজার রান পূর্ণ হওয়ার আগে আউট হয়েছিলেন।

২২তম অল ইন্ডিয়া ইন্টার স্কুল এবং সিনিয়র কারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ফেডারেশন কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২২তম অল ইন্ডিয়া ইন্টার স্কুল এবং সিনিয়র কারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ফেডারেশন কাপ ২০২৪ সফলভাবে বারাণসীর বিখ্যাত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অল ইন্ডিয়া সেশিনকাই শিতোরিউ কারাটে-দো ফেডারেশন কলকাতা এবং উত্তরপ্রদেশ সেশিনকাই কারাটে-দো অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

এই প্রতিযোগিতায় ১৭টি রাজ্য থেকে ১,৫০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। স্টেডিয়াম দর্শকদের ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিল, যা ভারতে কারাটের বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

উত্তরপ্রদেশ সেশিনকাই কারাটে-দো অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার দাবিদার। তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এই প্রতিযোগিতাকে সফল করেছে।

গ্লোবাল সেশিনকাই শিতোরিউ কারাটে-দো ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হানশি প্রেমজিত সেনের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া সেশিনকাই শিতোরিউ কারাটে-দো ফেডারেশন ইতিমধ্যেই ভারতের ২০টিরও বেশি রাজ্যে এবং মেক্সিকো, ইতালি, ইরান, তুরস্ক, বাংলাদেশ, নেপাল এবং পাকিস্তানের মতো দেশে নিজেদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছে।

হানশি প্রেমজিত সেনের নিবেদন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা ফেডারেশনকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তার অনুপ্রেরণায় নতুন প্রজন্মের কারাটে প্রেমীরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

উত্তর ভারত কারাটে অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হানশি রাজনীশ চৌধুরী বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে আত্মরক্ষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, হানশি প্রেমজিত সেনের কারিগরি দক্ষতা এবং উদ্যোগ কারাটেকে ভারতে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।ক্ষ্ম

হানশি প্রেমজিত সেন বলেন, এই চ্যাম্পিয়নশিপের সাফল্যের মাধ্যমে আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি যে কারাটে কেবল একটি খেলা নয়, এটি একটি জীবনধারা। এটি আমাদের শৃঙ্খলা, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস শেখায়। আমাদের যুবসমাজ, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য কারাটেকে আরও প্রসারিত করা উচিত।ক্ষ্ম

এই চ্যাম্পিয়নশিপের সাফল্য ফেডারেশনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস এবং সামগ্রিক উন্নয়নের মতো মূল্যবোধ প্রচারের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের সাক্ষী। এটি ভারত এবং এর বাইরের ছাত্র-ছাত্রী এবং ক্রীড়াবিদদের মধ্যে কারাটের প্রতি উৎসাহ জাগিয়েছে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

গুজরাতে এইচএমপিভি আক্রান্ত আরও এক

আমদাবাদ, ১০ জানুয়ারি: গুজরাতে এইচএমপি ভাইরাসে আক্রান্ত আরও এক জন। আট বছরের এক শিশুর শরীরে মিলল এইচএমপি ভাইরাস। এই নিয়ে গুজরাতে এইচএমপিভিতে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল তিন। শুক্রবার প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এইচএমপিভি আক্রান্ত শিশুর বাবা এক কৃষি শ্রমিক। একটি বেসরকারি গবেষণাগারে তার নমুনা পরীক্ষা করানো হয়েছিল। রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরে তার রক্তের নমুনা সরকারি গবেষণাগারে পাঠানো হয়েছে। সত্যি সে এইচএমপিভি-তে আক্রান্ত কি না, তা নিয়ে আরও নিশ্চিত হতে চেয়েছিল প্রশাসন। শুক্রবার রিপোর্ট দিয়েছে সরকারি গবেষণাগার। সেই রিপোর্টও পজিটিভ বলে জানিয়েছেন সবরকান্থার জেলাশাসক রতনকনভর গড়াবিচরণ। জেলাশাসক জানিয়েছেন, হিম্মতনগরের একটি হাসপাতালে এখন ভর্তি রয়েছে শিশুটি। তার অবস্থা স্থিতিশীল। যদিও হাসপাতাল সূত্রে খবর, ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল শিশুটিকে। গুজরাতে এইচএমপিভি-তে প্রথম সংক্রমণের খবর প্রকাশ্যে এসেছিল গত ৬ জানুয়ারি। দু'মাসের শিশুর সংক্রামিত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুটি পরিবারের সঙ্গে রাজস্থান থেকে গুজরাতে এসেছিল। জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সে। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় হাসপাতাল থেকে। গত বৃহস্পতিবার আমদাবাদে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধের সংক্রামিত হওয়ার খবর মেলে। শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।

সম্প্রতি চিনে এইচএমপিভি-র একটি রূপের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার পর থেকেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে ভারত-সহ অন্যান্য দেশে। বছর চারেক আগের কোভিড অতিমারির স্মৃতি ফিরে এসেছে। তবে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। উদ্বিগ্ন হতেও বারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতে অতীতেও এইচএমপিভি-র সংক্রমণ দেখা গিয়েছে। তবে এই ভাইরাসটির কোনও রূপান্তর হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চিনে ভাইরাসটির যে রূপ ছড়িয়ে পড়েছে, সেটির গঠনের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য মেলেনি। ফলে এটি ভাইরাসের চিনা রূপ নাকি, স্বাভাবিক এইচএমপি ভাইরাসের সংক্রমণ, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। সাধারণ এইচএমপিভি সংক্রমণে শ্বাসকষ্ট, জ্বর, কাশি, ঠান্ডা লাগা, ঘাম হওয়া, মাথা ধরা, পেশি ও গাঁটে ব্যথা, ক্লান্তি এবং খিদে কমে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়।

সম্ভল মামলায় বড় নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: সম্ভলের শাহি মসজিদ মামলায় এবার বড় নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, মসজিদ সংলগ্ন জলাশয়ে পূজার্চনা করতে পারবেন না হিন্দুরা। ফলে সম্ভল পুরসভার তরফে ওই জলাশয়ের অংশকে হরিমন্দির উল্লেখ করে পুজোর যে নোটিস জারি করা হয়েছিল তা খারিজ করল আদালত। পাশাপাশি সম্ভলের মসজিদে আপাতত কোনও জরিপ করা যাবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিছুদিন আগেই সম্ভলের মসজিদ-সহ দেশের সব উপাসনালয়ে কোনওরকম জরিপের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল শীর্ষ আদালত। সেই মতো মসজিদের সংলগ্ন জলাশয়েও জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। এর প্রেক্ষিতেই হিন্দুপক্ষের তরফে আবেদন জানানো হয়, ওই জলাশয়টি মসজিদের অংশ নয়। ফলে তা হিন্দুদের ব্যবহার করতে দেওয়া হোক। অন্যদিকে, আগেই সম্ভল পুরসভার তরফে ওই জলাশয়ের অংশকে হরিমন্দির বলে উল্লেখ করে পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়। তবে শুক্রবার আদালতে মুসলিম পক্ষের তরফে গুগল ম্যাপের ছবি তুলে ধরা হয়। যেখানে দেখা যায় জলাশয়ের অর্ধেকের বেশি অংশ মসজিদ চত্বরে অবস্থিত। সেখানে নামাজের আগে মুসলিমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করেন।

সব তরফের যুক্তি শোনার পর শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না নির্দেশ দেন দুই সপ্তাহের মধ্যে জেলা প্রশাসন ওই জলাশয় নিয়ে আদালতকে রিপোর্ট পেশ করবে। ততদিন পর্যন্ত জলাশয়ে কোনও রকম জরিপের কাজ করা যাবে না। পাশাপাশি কোনও পুজো করা যাবে না। রাজ্যের তরফে অবশ্য জানানো হয় ওই জলাশয় সার্বজনীন। সার্বজনিকভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হোক। পালটা মুসলিম পক্ষ জানায়, জলাশয়টি দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে জল নিয়ে তা ব্যবহার করেন মুসলিমরা। তীব্র বিতর্কের মাঝেই আদালতের তরফে প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, এই সম্ভলের এই মসজিদকে হরিমন্দির বলে দাবি করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল স্থানীয় হিন্দুপক্ষ। স্থানীয় পুরসভা ও নিম্ন আদালত তাদের পক্ষেই নির্দেশ দেয়। যা কার্যকর করতে গিয়ে সংঘর্ষে প্রাণ যায় ৪ জনের। মসজিদের পাশাপাশি জলাশয় নিয়েও বিবাদ দীর্ঘদিনের। হিন্দুরা দাবি করে, ওই জলাশয়ে শিবরাত্রির দিন স্নান করে থাকেন মহিলারা।

ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জেলেনস্কির

কিয়েভের সঙ্গে নতুন সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা মেলোনির সরকার

রোম, ১০ জানুয়ারি: ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে সাক্ষাৎ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির। তিন বছর পূর্ণ হতে চললেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কিয়েভ। হামলা পালটা হামলা, মৃত্যুমিছিল সবকিছুই অব্যাহত। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই যুদ্ধে অস্ত্রভাণ্ডারে টান পড়েছে ইউক্রেনের। জানা গিয়েছে, দ্রুত ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্যপদের পাশাপাশি শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে মেলোনির সঙ্গে কথা বলেছেন জেলেনস্কি। কিয়েভের জন্য নতুন সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা ইতালির সরকার।

বুধবারই ইউক্রেনে ভয়ংকর হামলা চালায় রাশিয়া। জাপোরিঝজিয়ার মতো জনবহুল শহরে আছড়ে পড়ে একের পর এক রুশ বোমা। প্রাণ হারান ১৩ জন। যার কড়া নিন্দা জানান জেলেনস্কি। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রোমে মেলোনির সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনাতেও উঠে আসে এই হামলার প্রসঙ্গ। এনিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জানান, 'ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে সাক্ষাতে আমি আপ্লুত। জাপোরিঝজিয়ায় রাশিয়া যে নৃশংস হামলা চালিয়েছে সেনিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। রাশিয়ার আক্রমণ থেকে আমাদের গ্রাম, শহর ও মানুষজনদের বাঁচাতে আমি ইতালির সহযোগিতা চেয়েছি। ইউক্রেনের এয়ার ডিফেন্সের জন্য আমরা ইতালির সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।'

বলে রাখা ভালো, আগামী ১০ বছরের জন্য ইউক্রেনের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে পশ্চিমের ৭টি দেশ। যুদ্ধের শুরু থেকে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। মার্কিন অস্ত্রবলেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শুরু করেছে কিয়েভ। মস্কোর প্রতিটা আক্রমণের কড়া জবাব দিচ্ছে ইউক্রেনীয় ফৌজ। কিন্তু এবার ভাঁড়ারে টান পড়তে শুরু করেছে ওয়াশিংটনের। পাশাপাশি আর কয়েকদিন পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দ্বিতীয়বার শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তিনি আগেই দাবি করেছেন ক্ষমতায় এলে নাকি একদিনের মধ্যেই দু'দেশের যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন। ফলে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতো ট্রাম্প কতটা খোলা হাতে ইউক্রেনকে সাহায্য করবেন সে নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

এদিকে, হাতিয়ারের জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে দরবার করছেন জেলেনস্কি। রুশ হামলা প্রতিহত করার জন্য ইউক্রেনের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যে দুর্বল হয়ে পড়েছে তা মেনে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তাই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র শক্তিশালী করতে এবার ইতালির উপর ভরসা রাখছে কিয়েভ।

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under under GP area vide **NIT No.- WBZP/BGP/NIT-18/24-25 (Sl. No.-1), WBZP/BGP/NIT-19/24-25 (Sl. No.-1) & WBZP/BGP/NIT-20/24-25 (Sl. No.-1), Date: 10.01.2025.** Bid submission start date: **10.01.2025 at 04.00 PM (NIT-18), at 05.00 PM (NIT-19), at 05.30 PM (NIT-20).** Last date of Bid submission : **15.01.2025 up to 02.00 PM.** Date of opening: **17.01.2025 at 02.30 PM.** For details please visit www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

Bally Gram Panchayat
Ghoshpara, Nischinda, Bally, Howrah-711227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works under under GP area vide **NIT No.- WBZP/BGP/NIT-04/24-25 (Sl. No.-1), WBZP/BGP/NIT-16/24-25 (Sl. No.-1) & WBZP/BGP/NIT-17/24-25 (Sl. No.-1), Date: 09.01.2025.** Bid submission start date: **10.01.2025 at 10.00 AM (NIT-4) & 09.01.2025 at 04.00 PM (NIT-16 & 17).** Last date of Bid submission : **24.01.2025 up to 05.00 PM(NIT-4) & 15.01.2025 up to 02.00 PM (NIT-16 & 17).** Date of opening: **28.01.2025 at 12.30 PM (NIT-4) & 17.01.2025 at 02.30 PM (NIT-16 & 17).** For details please visit www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Bally Gram Panchayat

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 3 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-12/GG-I/SL.- 01 to 03/2024-25 & Memo No.: GG-I/024/1-16, Tender ID : 2024_ZPHD_797866_1-3. Date: 08.01.2025.** Bid Submission Start Date (Online): **10.01.2025 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **18.01.2025 up to 05:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **21.01.2025 at 11.00 AM.** For detailed information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Pratapnagar Gram Panchayat
Vill + P.O.- Kustia, P.S.- Sonarpur, South 24 Pgs.
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-Tender No.: WB/S24PGS/PGP/118/2024-25, Date: 09.01.2025.** Total Scheme-2 Nos., Fund-5th SFC . Bid Submission Start Date : **09.01.2025 at 03:00 PM.** Last Date of Submission : **16.01.2025 up to 02.00 PM.** Date of Opening of Tender : **18.01.2025 at 02:00 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Pratapnagar Gram Panchayat

TENDER NOTICE
NIT No-28/SB/EN/2024-2025, Memo No-49/1(54)/EN/SB, Date- 07/01/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work). Date of Publishing- **07/01/2025 From 18:00 houre** on https://wbtenders.gov.in. Period and time for download of bidding documents: From- **07/01/2025 18:00 hours To-14/01/2025 14: 00 hours**
Period and time of submission Bids: **From- 07/01/2025 18:00 hours To-14/01/2025 14:00 hours**
Date for opening Technical Bid/Bids : **16/01/2025**
For more details visit https://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

TENDER NOTICE
NIT NO-26/SPS/EN/2024-2025, Memo No-26/1(54) EN/SPS, Date -07/01/2025 NIT No-27/SPS/ EN/2024-2025, Memo No-19/1 (54) EN/SPS, Date -07/01/2025
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing **-07/01/2025 From 18:00 houre** on https://wbtenders.gov.in. Period and time for download of bidding documents: From- **07/01/2025 18: 00 hours To-14/01/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **07/01/2025 18:00 hours To-14/01/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **16/01/2025.**
For more details visit https://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.
Sd/- Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Mandir Bazar Block, South 24 Parganas
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার ড্রেন সংক্রান্ত কাজের জন্য (5th S.F.C & 15th F.C Grant) থেকে দরপত্র আহ্বান করছেন। e-Tender id- 2025_ZPHD_798434_1, 2025_ZPHD_798467_1, 2025_ZPHD_798467_2, 2025_ZPHD_798467_3, Dated-10/01/2025. Bid Submission Start Date -10/01/2025 at 04:00 P.M. and Bid Submission End Date-17/01/2025 at 05.30 PM, Bid opening Date -20/01/2025 at 11.30AM. Online e- Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সগ্রহ ও আবেদন করার জন্য www.wbtenders.gov.in ভিজিট করুন।
ধন্যবাদান্তে
প্রধান
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
মন্দির বাজার ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
মোটর ডিপার্টমেন্ট
NIT NO : 005/TN/ED/MV/2024-2025 তারিখ : ০৮.০১.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, (এস অ্যান্ড ডি) হাওড়া পুর নিগম নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন।
কাজের নাম : হাওড়া পৌর নিগমের অধীনে মোটর ভেহিকেল বিভাগের জন্য জল সরবরাহের নিমিত্ত ১০ টি ১৫০০ লিটার জলধারণ ক্ষমতার স্টেনলেস স্টিল জলের ট্যাঙ্ক সরবরাহ এবং হাওড়া পৌর নিগমের অধীনে মোটর ভেহিকেল বিভাগের জন্য ০১ টি দ্বি চক্র খোলা টাইপ সেমি ট্রেলর সরবরাহ।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ৩১.০১.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এবং টেন্ডার দাখিলের জন্য দেখুন www.wbtenders.gov.in।
১৩৯(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
৯.১.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/497/24-25 Dated 08.01.2025	UPGRADATION OF JHAMA ROAD OVER UNDERGROUND DRAIN INSIDE MAJUMDARPARA AT WARD NO.-28 & 29; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,55,551.00
WBMAD/ULB/RSM/498/24-25 Dated 08.01.2025	Repairing and renovation and Earth Work in filling at Dakshin Panchpota bye lane in WARD NO-04 under RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,57,808.00
WBMAD/ULB/RSM/499/24-25 Dated 08.01.2025	Construction of proposed single storied pump room at Subhashpark 1st lane at ward no-20 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,78,670.00

Bid Submission end date: **20.01.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

e-Tender Notice
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no : WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-11/24-25 under 5th SFC Fund 2024-2025(Tied & Untied) Date : 10/01/2025 Memo No. 006/DEY/2024-2025 & NIT No: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT- 12/24-25 under 15th FC Fund 2024-2025 (Untied) Date : 10/01/2025 Memo No. 007/DEY/2024-2025. Last date of submission BID 17/01/2025 at 11.00 A.M.Technical Bid opening 17/01/2025 at at 11.00 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি,
ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ০৭টি ঢালাই রাস্তা ও ৬টি ঢালাই ড্রেন 15th SFC ফাণ্ড হইতে নির্মান করার জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং যথাক্রমে NIT No- 07/HGP/24-25. ও NIT No- 08/HGP/24-25 যার মোট টেন্ডার মূল্য যথাক্রমে 16,00,000/- ও 15,20,000/- আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য- https//wbtenders.gov.in এবং অফিসের নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
NIQ No.- E-NIQ No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-07 of 2024-2025 Dated 10.01.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite online item rate quotation (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 180 (2nd Call) & 236 to 241/2024-2025 Dated- 10-01-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Coochbehar, Burdwan, Jhargram, Purba Medinipur and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **11-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **17-01-2025 and 24-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 10.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ১১ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

‘অনন্যা’ শোভা

শুভাশিস বিশ্বাস

‘তিনি’ নিজেই একটা গোটা থিয়েটার। ‘পিএলটি’-এর মতো একটা দলকে যে স্বপ্ন, যে প্রেরণায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তা প্রণম্য। শুধু তো ‘পিএলটি’ নয়, মহিলা শিল্পীদের অধিকার, তাঁদের প্রতিভার অন্বেষণ, থিয়েটারে তাঁদেরকে একেবারে সামনের সারিতে নিয়ে আসা এমন কাজ নিরন্তর করেও গিয়েছেন ‘তিনি’। ‘তাঁর’ পরিচয় শুধু মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর গণ্ডিতে বেঁধে রাখলে ভুল হবে, ‘তিনি’ ছিলেন কলকাতার গণনাট্য আন্দোলনের নেত্রী এবং বামমনস্ক রাজনীতিবিদ। এরই পাশাপাশি আগলে রেখেছিলেন উৎপল দত্তের মতো মহীরূহকেও। এতোগুলো ঘটনা ‘যিনি’ একা হাতে সামলেছেন ‘তিনি’ আর কেউ নন, বঙ্গ সংস্কৃতির নাট্য ও রুপোলি পর্দার কিংবদন্তী অভিনেত্রী শোভা সেন। মঞ্চ হোক বা সিনেমার পর্দা, অথবা শিল্প জগত্ তাঁকে কখনওই উত্ পল দত্তের স্ত্রী হিসাবে দেখেনি, দেখেছে শোভা সেন হিসাবেই।

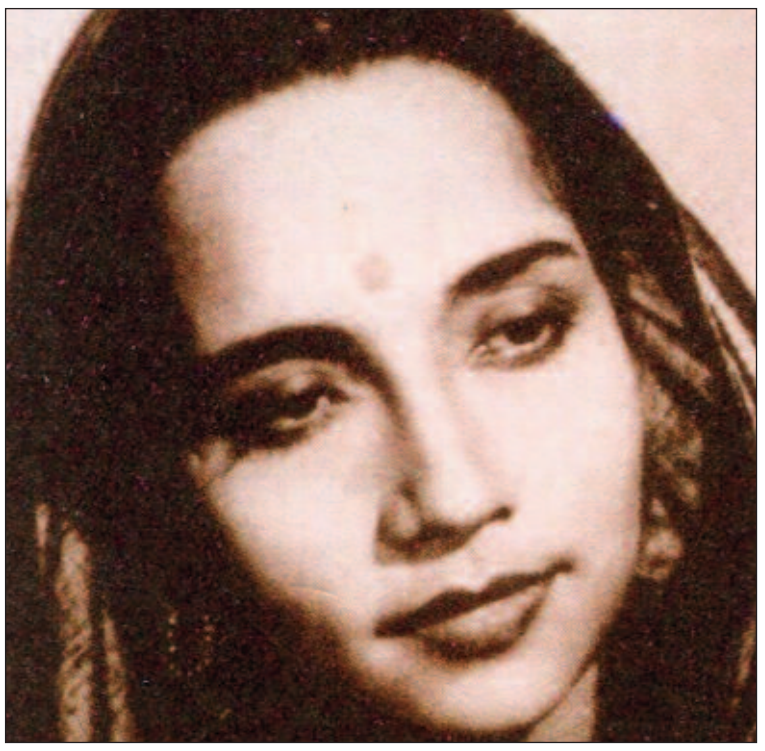

এই শোভা সেনের জন্ম ভারত তথা উপমহাদেশীয় ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে, ১৯২৩ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর, ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুর গ্রামে। বাবা ডাঃ নৃপেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হন শোভা। বেথুন কলেজে পড়ার সময়েই বিয়ে করেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য দেবপ্রসাদ সেনকে। এদিকে ১৯৪৩-এ তৈরি হয়েছে ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’। ইংরেজিতে যার নাম ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন বা সংক্ষেপে আইপিটিএ। এর ছত্রছায়াতেই বাংলায় নবনাট্যের সূত্রপাত। যে নাট্যধারার পথ দেখিয়েছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, বিনয় রায়, ঋত্বিক ঘটক। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ‘বাংলার নবনাট্য আন্দোলন’ প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র লিখেছেন, ‘নবনাট্য মানে সেই নাট্য যেটা জীবনসম্পর্কে আমাদের গভীরতম বোধ এনে দেবে, যেটা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে মহৎভাবে বাঁচবার অনুপ্রেরণা দেবে।’ নবনাট্যের তাই দরকার ছিল সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা, যুগের সঙ্গে সম্পৃক্তি। এতাবৎকালের বাংলা নাটকে, নবনাট্যের উষালগ্নে পর্যন্ত যেমনটা দেখা যায়নি বাংলা নাটকে। শম্ভু মিত্র একইসঙ্গে ওই প্রবন্ধেই লেখেন ‘আজ তাই দেখি (১৯৪৭ সালের ‘আজ’) রামের ভূমিকা আবৃত্তি করতে গিয়ে বারবার ছন্দ ভুল করেন শিশিরকুমার। লোকে দেখে হাসে। তাঁকে দেখে হাসে, তাঁর সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখে হাসে, তাঁর ‘সখীর দল’ দেখে হাসে। সমস্ত মিলিয়ে একটা শ্বাসরোধকারী অ-সভ্য আবেষ্টনী’। নবনাট্য এই আবেষ্টনীকে ভেঙে দেয়। রচিত হয় যুগের প্রয়োজনে নাটক। আর এ-যুগের নবনাট্যকারেরা হলেন বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। শহরে ও বিশেষ করে গ্রাম-গ্রামান্তরে অভিনীত হতে থাকে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ‘আগুন’, ‘জবানবন্দী’, ‘নবান্ন’, বিনয় ঘোষের ‘ল্যাবরেটরি’, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ‘হোমিওপ্যাথি’, ঋত্বিক ঘটকের ‘জ্বালা’। এই গণনাট্য সংঘের পক্ষপুটে শোভা সেনের নিয়মিত অভিনয় করতে আসা। যদিও তাঁর নাট্যাভিনয়ের সূচনা হয়েছিল তারও আগে থেকে, ১৯৩৪-এ মাত্র এগারো বছর বয়সে যখন তিনি ‘বীণাপাণি পর্দা হাইস্কুল’-এর ছাত্রী। বেথুন কলেজে পড়তেন যখন, সেই ১৯৩৯-৪২ পর্বেও তাঁকে একাধিক নাটকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। এই তালিকায় ছিল ‘শেষরক্ষা’, ‘কাঠুরিয়া’, ‘সীতা’, ‘রাজা ও রানী’। ভুলে গেলে চলবে না স্বাধীনতা পূর্বযুগে মহিলাদের মঞ্চে নাটক করা ছিল এক এক বিশাল ব্যাপার। যা বাস্তবিকই করে দেখিয়েছিলেন শোভা সেন।

এরপর ১৯৪৪-এ ২৪ অক্টোবর তিনি ‘নবান্ন’ নাটকে রাধিকার চরিত্রে অবতীর্ণ হন। এই নাটক তাঁকে রাতারাতি পৌঁছে দেয় খ্যাতির শীর্ষে। এ-নাটক রচনার ইতিহাস, প্রযোজনা, মঞ্চসজ্জা, আলো, অভিনয়, সমস্ত কিছুই যেন দিশারি হয়ে দেখা দেয় নাট্য জগতে। শোভা সেন এ-নাটকে নিজের সামর্থ্য শুধু প্রমাণ করেছিলেন তাই নয়, এর ফলে তাঁকে আমরা পরবর্তী প্রায় সত্তর বছর ধরে বাংলা নাটকে দেখতে পাই বিভিন্ন চরিত্রে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করতে।

এদিকে ১৯৪২-এ ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের নাট্য বিভাগরূপে আবির্ভূত হয় ‘গণনাট্য সংঘ’। এর উদ্যোগ নিয়েছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ, গণনাট্য সংঘ ছিল পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। সমগ্র দেশে এই গণনাট্য-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। ১৯৪৪-এ শোভা সেন এই গণনাট্যে যোগ দেন। এর আগে ১৯৪২-এর ৪ জুলাই বিয়ে হয় শোভা সেনের। স্বামীর উৎসাহ ও প্রশ্রয় ছিল গোড়ায়। এজন্যই শোভা নাটকে যোগ দিতে, নাটকের প্রয়োজনে বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে নির্বাধে যাতায়াত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে এই অভিনয় নিয়েই স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয় তাঁর, এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তার জেরে ঘটে বিবাহবিচ্ছেদও। ১৯৬০ সালের ১০ মার্চ একটি পুত্রসন্তান নিয়ে সরে যান দেবপ্রসাদ সেনের জীবন থেকে। এরপর নাট্যসহকর্মী ও সহযোদ্ধা উৎপল দত্তকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেন ১৯৬১ সালের ২৯ মার্চ। প্রথম পক্ষের এই পুত্রসন্তানের নামছিল উদয়ন। দ্বিতীয় পক্ষের একটি কন্যাসন্তান। নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। বাংলা নাটকে শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রের মতোই এক অক্ষয় অবদান রেখে গেছেন উৎপল দত্ত-শোভা সেন। শোভা সেনের আত্মজীবনী ‘নবান্ন থেকে লালদুর্গ’-র পাতায় পাতায় রয়েছে এই জুটির নিরন্তর সংগ্রামের ধারাবিবরণী।

এদিকে ১৯৫১ সালে ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হন উৎপল দত্ত। খোলেন লিটল থিয়েটার গ্রুপ। যখন এলটিজি নিয়মিত অভিনয়ের জন্য মিনার্ভা থিয়েটার লিজ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন শোভা সেনের দাম্পত্য জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তি। স্বামী দেবপ্রসাদ সেনকে লুকিয়ে নিজের বাড়ির দলিল বন্ধক দিয়ে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এই দলেরই ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের বাংলা ভাষায় মঞ্চায়নের সূত্রে শোভা সেন লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৬৯ পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর প্রায় সব নাটকে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা গেছে। নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যাকসিম গোর্কির ‘নীচের মহল’, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অলীকবাবু’, শেক্সপিয়রের ‘ম্যাকবেথ’, ‘দ্বাদশ রজনী’, ‘ওথেলো’, ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ ও ‘চৈতালী রাতের স্বপ্ন’। এছাড়াও উৎপল দত্তের লেখা একাধিক নাটকে বহু বিচিত্র চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন তিনি। যার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ‘ছায়ানট’, ‘ফেরারি ফৌজ’, ‘তীর’, ‘অঙ্গার’, ‘কল্লোল’, ‘টিনের তলোয়ার’, ‘ব্যারিকেড ‘মানুষের অধিকার’। তবে এই পর্যায়ে সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে ১৯৬৫-তে উৎপল দত্ত রচিত-পরিচালিত কল্লোলের মঞ্চায়ন এবং এই নাটকে কৃষ্ণাবাঈ চরিত্রে শোভা সেনের অবিস্মরণীয় অভিনয়। এমনকী ‘টিনের তলোয়ার’-এ এক প্রতিবাদী চরিত্র বসুন্ধরাতে অভিনয় করেন শোভা সেন। যার নির্দেশক ও কাপ্তেনবাবুর চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন উৎপল দত্ত। একটা চরিত্রকে মঞ্চে কীভাবে জীবন্ত করে তুলতে হয় তা শোভা সেন দেখিয়েছিলেন এই নাটকে। ‘এদিকে শোভা-উৎপলের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ‘বাবার বহু নাটকের চরিত্রচিত্রণ-ই মাকে ভেবে!’

মঞ্চাভিনেত্রী হিসেবে শোভা সেনের মূল্যায়ণ করতে হলে পা রাখতে হবে ১৯৫৩ সালে। এই সময় তিনি অভিনেত্রী প্রভাদেবীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর নতুন রীতির অভিনয় ও বাগ্ ভঙ্গি আয়ত্ত করে এক অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করতে শুরু করেন। উৎপল দত্ত যখন বাংলায় শেক্সপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ মঞ্চস্থ করেন সেখানে মিসেস ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন প্রত্যেকেই। ছয় দশকের অভিনেত্রী জীবনে দেশ-বিদেশের থিয়েটারকে গভীরভাবে জানার বহু সুযোগ যেমন তিনি পেয়েছিলেন ঠিক তেমনই ইউরোপের থিয়েটারকে আত্মস্থ করে নিজের অভিনয় শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন বার্লিনের হেলেনে ভাইগেলের অভিনয় দেখে। এছাড়াও এই সময়ে তিনি নিজেকে আরও সমৃদ্ধ হয়েছেন যুগন্ধর নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা উৎপল দত্তের নিয়ত সাহচর্যে।

নাট্যজীবনে বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত ছাড়াও যাঁদের পরিচালনায় মঞ্চে কাজ করেছেন তাঁরা হলেন শম্ভু মিত্র, ঋত্বিক ঘটক, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, ১৯৮৭-তে ফ্রিৎস বেনেভিৎস-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করেন ‘হিম্মতবাঈ’ নাটকে। ওই বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্যও নির্বাচিত হন। উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠিত এলটিজি এবং পিএলটি-র প্রায় সব নাটকেই তাঁকে দেখা গেছে প্রধান নারী চরিত্রে। যেমন ‘ছায়ানট’ নাটকে সুচরিতা, ‘অঙ্গার’ নাটকে বিনুর মা, ‘ফেরারি ফৌজ’-এ বঙ্গবাসী দেবী, ‘চৈতালি রাতের স্বপ্নে’ টিটানিয়া, ‘কল্লোল’-এ কৃষ্ণাবাঈ, ‘প্রফেসর মামলক’-এ এলেন, ‘অজেয় ভিয়েতনাম’-এ কিম, ‘মানুষের অধিকার’-এ মিসেস লিভোভিৎস, ‘সূর্যশিকার’-এ ঊর্মিলা, ‘ঠিকানা’-তে নানি, ‘ব্যারিকেড’-এ ইঙ্গেবরাত, ‘টোটা’তে কস্তুরী, ‘বর্গী এলো দেশে’-তে প্রভাবতীর মতো চরিত্র। এ-ছাড়াও তাঁকে বাঙালি মনে রেখেছে ‘তপতী’ নাটকে রানির চরিত্রে, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’তে ফতিমা বিবি, ‘শোধবোধ’ নাটকে বিধুমুখী, ‘ওথেলো’তে এমিলিয়া আর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ বাসন্তী চরিত্রে।

শুধু নাটক নয়, রুপোলি পর্দাতেও তাঁর বিচরণ ছিল নাটকের মতোই সমান বলিষ্ঠ। তবে নাটকের সঙ্গে রুপোলি পর্দায় আসার এক বড় কারণ টানাটানির সংসারকে ধরে রাখতে। কারণ, উৎপল দত্ত তখন সাউথ পয়েন্টের শিক্ষক। আর সেই কারণেই সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে শোভা সেনকে নির্বিচারে প্রচুর সিনেমায় অভিনয় করতে হয়। নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ বা ঋত্বিক ঘটকের ‘নাগরিক’-এর মতো ছবিতে কাজ করলেও, পরে তাঁকে দেখা গেছে বাণিজ্যিক ছবিতেও নিয়মিত অভিনয় করতে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, যখন তাঁর নায়িকা হওয়ার কথা সেইসময় অবলীলায় গুরুজনের চরিত্রে নজরকাড়া অভিনয় করেছেন। সত্যেন বসুর ‘পরিবর্তন’ ছবিতে প্রতিবন্ধী বালকের বিধবা মায়ের চরিত্রের কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়। একইসঙ্গে অগ্রদূতের ‘বাবলা’ ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে দরিদ্র বাবলার বিধবা মায়ের চরিত্রে। আবার ‘মেজদিদি’ ছবিতে দুঃখী কেষ্টর বিধবা মা। ‘ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ’ ছবিতে তিনি সারদামণির ভূমিকায়। ঠাকুরের চরিত্রে সেখানে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণিজ্যিক ছবিতে তিনি সবার নজর কাড়েন ‘সবার উপরে’ ছবিতে। সেখানে তিনি ছবি বিশ্বাসের স্ত্রী, উত্তমকুমারের মায়ের ভূমিকায়। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। কলকাতার সব বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিতেই তিনি করেছেন অভিনয়। এই সিনেমার তালিকায় থাকবে ‘চিরকুমার সভা’, ‘ত্রিযামা’, ‘শিল্পী’, ‘পথে হল দেরি’, ‘বন্ধু’, ‘সূর্যতোরণ’, ‘লালু ভুলু’, ‘আম্রপালি’, ‘সূর্য শিখা’, ‘আকাশকুসুম’, ‘নতুন জীবন’, ‘শঙ্খবেলা’, ‘কখনো মেঘ’, ‘বিলম্বিত লয়’, ‘শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন’, ‘রোদন ভরা বসন্ত’, ‘স্বয়ংসিদ্ধা’, ‘মোহনবাগানের মেয়ে’, ‘বাবুমশাই’, ‘এই পৃথিবী’, ‘পান্থনিবাস’-এর মতো আরও বেশ কিছু সিনেমা। উৎপল দত্ত পরিচালিত ‘ঘুম ভাঙার গান’, ‘বৈশাখী মেঘ’, ‘ঝড়’ প্রভৃতি ছবিতেও তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যায় দাপটের সঙ্গে। ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মাদার’ অবলম্বনে উৎপল দত্ত যে ‘মা’ ছবিটি তৈরি করেন, সেখানেও শোভা সেন অভিনয় করেন নামভূমিকায়। মৃণাল সেনের ছবি ‘রাতভোর’, ‘আকাশকুসুম’, ‘এক আধুনিক কাহানি’ ছবিতেও ফুটিয়ে তুললেন তাঁর সহজাত অভিনয় দক্ষতা। শুধু তাই নয়, ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘আবহমান’ ছবিতে এবং গৌতম ঘোষের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’তেও দেখা গেছে কিংবদন্তী অভিনেত্রী শোভা সেনকে। শেষ অভিনয় ২০০৪ সালে জার্মান পরিচালক ফ্লোরিয়ান গালেবারজারের বাংলা ছবি ‘শ্যাডো অফ টাইম’-এ।

শোভা সেনের অভিনয়ে বরাবরই মিলেছে এক সহজ স্বাভাবিক চলচ্চিত্র ধর্মীয়তার স্বাদ। প্রথম নিও-রিয়ালিস্ট বাংলা ছবি যাকে বলা হয়, সেই ‘ছিন্নমূল’-এ ঋত্বিক ঘটক বা বিজন ভট্টাচার্যের পাশে শোভা সেনের উজ্জ্বল উপস্থিতি আধুনিক চলচ্চিত্রাভিনয়ের এক দৃষ্টান্ত। একই ঘটনা আমরা দেখতে পাই, এর কিছু পরে নির্মিত ‘নাগরিক’ বা কমার্শিয়াল ছবি ‘বাবলা’-তে। যেখানে চলচ্চিত্রের অভিনয় রীতি রপ্ত করতে বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় সেখানে শোভা সেন তাঁর সহজাত ক্ষমতার বলে ঠিক মাত্রাটি আবিষ্কার করতে পারতেন যেন অতি অনায়াসেই। তারপর তাঁর শিল্পী জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় নিরন্তর নিরলস চর্চার পাশাপাশি অনুশীলন আর অধ্যয়নে শীর্ষ মাত্রা স্পর্শ করতে এতোটুকু অসুবিধা হয়নি। তবু মনে হয় তাঁর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের চলচ্চিত্র যতটা সমৃদ্ধ হওয়ার কথা ছিল সে সুযোগ রাখা হয়নি শিল্পীর সামনে। আমাদের দেশে এমনটাই ঘটে বহুক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে এটা বলে রাখা প্রয়োজন, ১৯৫২ সালে হিন্দি ছবি ‘বাবলা’-য় অভিনয়ের সুবাদে দেশের সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারও পেয়েছিলেন শোভা।

এর পাশাপাশি ‘৭৪ সালেই শোভা সেন পেয়েছিলেন সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। ১৯৯০ সালে রাজ্য নাট্য আকাদেমি তাঁর এক ভিডিও সাক্ষাত্কার সংরক্ষণ করে। শোভা সেনের অভিনয় জীবনের ৫০ বছর সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় ১৯৯৩ সালে। দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত হন ১৯৯৫ সালে এবং প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে সংবর্ধনা ১৯৯৭ সালে। এরপর অন্য থিয়েটার আয়োজিত নাট্য স্বপ্নকল্প অনুষ্ঠানে তিনি সংবর্ধিত হন ২০০০ সালে। এরপর ২০১০-এর ১০ এপ্রিল তিনি ভূষিত হন ‘মাদার তেরেসা’ আন্তর্জাতিক পুরস্কারে।

সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি ছিলেন শোভা। যা লজ্জা দিতে পারতো যে কোনও অনুজ সহকর্মীকে। যে কোনও সভাসমিতি বা মহল্লায় শেষ বয়সেও সঠিক সময়ে লাঠি হাতে ঠক ঠক করে হাজির হতে দেখা যেত তাঁকে। অভিনয়ের পাশাপাশি বামপন্থী রাজনীতিতেও তাঁকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শোভা সেনের। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গেও তিনি ছিলেন যুক্ত। আর এই সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাতেও দেখা গেছে শোভা সেনকে। এমনকী কামদুনি গণধর্ষণের পর কলকাতা জুড়ে নাগরিক প্রতিবাদেও পথে নামতে দেখা যায় তাঁকে। সামিল হন যাদবপুরে বামপন্থীদের প্রতিবাদী সমাবেশেও। সেখানে বার্ধক্যজনিত শিথিলতা বা স্নায়বিক দুর্বলতা কোনওটাই তাঁকে ‘পথের লড়াই’ থেকে দূরে রাখতে পারেনি

এই শোভা সেন সম্পর্কে নাট্যব্যক্তিত্ব অসিত বসু বলেছিলেন, উৎপল দত্তের এলটিজি-র শেষপর্বে এবং পিএলটি-র গোড়ার পর্বে প্রোডাকশন ইনচার্জ হিসেবে তাঁকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। উৎপল দত্তের অনেক কিছু ছেলেমানুষের মতো। চট করে রেগে যেতেন। যাকে-তাকে যা খুশি বলে ফেলতেন। আর তা ঠান্ডা মাথায় সামাল দিতেন তাঁরই সহধর্মিনী শোভা সেন। শুধু দাপুটে অভিনয় বৈচিত্র্যই নয়, দলের জন্য টাকা তোলার মতো সাংগঠনিক কাজেও সমান দক্ষ ছিলেন তিনি। পাশাপাশি অসিত বসু এও জানিয়েছিলেন, ‘আমি তো বলব, পৃথিবীতে এমন প্রেমিকা আর দেখিনি। উৎপল দত্তের উত্থানের নেপথ্যে শোভাদির ভূমিকা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।’

১৯৪০ -এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক ভারতের এক বিস্তীর্ণ প্রদেশ জুড়ে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চেয়েছিল সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে হাটে -মাঠে পৌঁছে দিতে, বিত্তবৈষম্যের ফারাককে তুড়ি মেরে উড়িয়ে সামন্ততান্ত্রিক উনো জমিতে গণনাট্যের বীজ বুনতে, যার উত্তরসাধক আমাদের ‘গ্রুপ থিয়েটার ‘। শোভা সেন চলে যেতে যবনিকা পড়ে সেই যুগের উপর। একবিংশ শতাব্দীর শর্ট ফিল্মের যুগে নাটক দেখার সময় হয় না আজকের প্রজন্মের। শোভা সেন এই নামে কতজন এক ডাকে তাঁকে চিনবে তা বলা মুশকিল। কিন্তু মঞ্চ জানে শোভা সেনকে। ভারতীয় মঞ্চকে তিনি দিয়েছেন নারী স্বাধীনতা। শোভা সেন একটি অধ্যায়। শোভা সেন একটি যুগ। এদিকে শোভা সেনের জন্মশতবর্ষ ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩। আর সেই কারণেই ‘শোভা শতক’ শিরোনামে পিএলটি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শতবর্ষ উদযাপনের সংকল্প নেয়। ২০২৫-এর জানুয়ারিতে পিপলস লিটিল থিয়েটার বা পিএলটির তরফ থেকে যে চলচ্চিত্র ও নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে এই কিংবদন্তী শিল্পীকে সম্মান জানাতে এই উৎসবের নাম-ই দেওয়া হয়েছে ‘শোভা-শতক’। কারণ, আজকের নারী স্বাধীনতার ধ্বজা অনেক দিন আগেই উড়িয়েছিলেন তিনি। মঞ্চে যখন পুরুষদের মাতামাতি সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর বলিষ্ঠ ও দাপুটে অভিনয়ের জেরে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন শোভা সেন। সেই সব চরিত্র থেকে যাবে বঙ্গ মননে। কারণ, মঞ্চ আজ ‘শোভা-হীন’।

নারীশিক্ষার বিস্তার এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

ডা শামসুল হক

চিকিৎসা জগতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে জনকল্যাণমূলক নানান কাজের মধ্যে পুরোপুরিভাবে ব্যস্ত থাকার পর ও কেবলমাত্র দেশের অসহায়া মেয়েদের শিক্ষার প্রসার এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের কথা চিন্তা করেই তাঁর সেদিনের সেই আত্মত্যাগের কথা কখন ও ভুলতে পারেননি কোন ভারতবাসীই। শুধু তাই নয়, নারীশিক্ষার প্রসার এবং প্রসারের জন্য ও আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন মহা সংগ্রামী সেই মহিলা। নিজের শিক্ষাদীক্ষা এবং সর্বোপরি চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নের জন্য তাঁকেও সামিল হতে হয়েছিল যে মহারণে তা আজ ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সমস্ত বুদ্ধিজীবিরাই।

তিনি চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। কেবলমাত্র কঠিন জেদ এবং অধ্যবসায়ের গুণেই তিনি যে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন অতি বন্ধুর এক পথ সেটা স্বীকার করতে হবে সকলকেই। মূলতঃ জ্ঞান হবার পর থেকেই অর্থাৎ নিজের পড়াশোনা শুরুর সময় থেকেই তাঁকে হোঁচট খেতে হয়েছিল বারবার। আর উচ্চশিক্ষার সময় তো সমগ্র সভ্য সমাজের বিরুদ্ধেই তাঁকে নামতে হয়েছিল এক মহা সংগ্রামে এবং অনেক যুদ্ধের পরই তিনি পার হতে পেরেছিলেন শিক্ষার সেই রণতরীও।

ইতিহাস সাক্ষী আছে সমস্ত ঘটনারই। শুধুমাত্র পড়াশোনা করতে চেয়েই সমাজের এক শ্রেণীর ধান্দাবাজ মানুষের পাতা ফাঁদে তাঁকে পড়তে হয়েছিল বহুবারই। কিন্তু তবুও তিনি দমেননি। বাস্তবের পথে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রমণ সার্থক ও সম্পন্ন হয়েছিল একেবারে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েই। আর এই ব্যাপারে তাঁকে একেবারে সামনে থেকেই সাহায্য করেছিলেন যে ইংরেজ মহিলা, তাঁর নাম অ্যালো অ্যাফ্রায়েড। পাশাপাশি সেই সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মনোমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন প্রমুখরাও তাঁকে নানানভাবে সাহায্য করেছিলেন। বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর মনোবলও।

সেইসব মানুষদের সহায়তাতেই ১৮৭৩ সালে কলকাতার বুকে খোলা হয় মেয়েদের একটা স্কুল। প্রতিষ্ঠিত সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়েই ভর্তি হন কাদম্বিনী। আর সেখান থেকেই ১৮৭৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন অত্যন্ত ভালো ফলাফল করেই।

তারপর তিনি ভর্তি হন বেথুন কলেজে। পড়াশোনা করেন বিজ্ঞান নিয়ে। সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ১৮৮২ সালে। আর সেই বছরেই তাঁর সঙ্গে গ্রাজুয়েট হন অপর এক বাঙালি মহিলা চন্দ্রমুখী বসু। এই দুই মহিলাই হলেন প্রথম ভারতীয় নারী, যাঁরা গ্রাজুয়েট হবার দুর্লভ সম্মানটুকু অর্জন করতে পেরেছিলেন নিজেদের জেদ এবং অধ্যবসায়েরই দৌলতে।

সেইসময়ের গোঁড়া সমাজপতিরা, যাঁরা নিজেরা মুর্খথেকে গোটা সমাজটাকেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে চেয়েছিলেন, মেয়েরা আবার লেখাপড়া শিখবে কি? এই ছিল যাঁদের একমাত্র চিন্তাভাবনা , তাঁরাই তখন উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁদের তখন একমাত্র ধ্যান, যেকোন উপায়েই হোক এবার দমাতে হবে ওই দুজনের রথের চাকা। বিশেষ করে কাদম্বিনীর উপর ছিল তাঁদের অন্য এক ধরণের ঈর্ষা। কারণ তখন তিনি কলকাতার বুকেই ডাক্তারী পড়ার তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। আর সেই প্রচেষ্টায় জল ঢালার জন্য ই একেবারে উঠেপড়ে লাগলেন তাঁরা।

ছাড়বার পাত্রী নন কাদম্বিনীও। চেষ্টা চালাতে লাগলেন নিজের বহু দিনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। ফলে সমাজের উপর তলার মানুষজনদের রোষানলে পড়তে তাঁর সময় লাগলো না একটুও। তাঁকে এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের বিরুদ্ধে তখন প্রকাশ্য আক্রমনের পথে নামতে শুরু করে দিলেন তাঁরা। আর সমস্ত ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আনার জন্য বেছে নিলেন সেই সময়ের কলকাতার নামজাদা এক সংবাদপত্রের মালিক তথা সাংবাদিক মহেন্দ্রলাল পালকে।

শুরু হয়ে গেল হলুদ সাংবাদিকতা। মহেন্দ্রবাবু তাঁর নিজস্ব কাগজ বঙ্গবাসীতে ছাপতে শুরু করে দিলেন নানান অপ্রীতিকর সংবাদ। যেকোন উপায়েই হোক কাদম্বিনীর ডাক্তারী পড়া তিনি বন্ধ করবেনই করবেন । আর সেই কাজ করতে যতটা নীচে নামতে হয় নামবেন ততটাই। কারণ সে জন্য তিনি পাবেন একটা মোটা অঙ্কেরই অর্থ।

ছাড়বার পাত্রী নন কাদম্বিনীও। তিনিও শুরু করলেন পাল্টা জবাব দেওয়ার কাজ। পাশে পেলেন অনেক শুভানুধ্যায়ীদের ই। তাঁরা সকলে মিলেই তখন নালিশ জানালেন আদালতে। পেলেন সুবিচার ও । মামলায় জয় হল কাদম্বিনীর। মহেন্দ্রলাল পালের নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপের জন্য আদালত তাঁকে দিল ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং একশত টাকা জরিমানা।

ন্যায়বিচারে পেয়ে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শাস্ত্রে ভর্তি হলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। অবশ্য সেখানেও কম সংগ্রাম করতে হয়নি তাঁকে। মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার কোন অধিকারই নেই শুনতে হয়েছিল তেমন কথাও। কিন্তু ধোপে টেকেনি কোন কিছুই । অসীম মনোবল নিয়ে লড়েছিলেন সেখানেও। আর জয়ী হয়েই সেখানে ভর্তি হন তিনি এবং সেখান থেকে অতি কৃতিত্বের সঙ্গেই ডাক্তারি পাশ করেন ১৮৮৭ সালে।

তারপর শুরু হয় তাঁর বিদেশ যাত্রা। উদ্দেশ্য ডাক্তারির উপর আরও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন । কিন্তু সেই যাত্রাতেও তাঁকে পেতে হয়েছিল অনেক বাধা। সৃষ্টি হয়েছিল মহা প্রাচীরেরও। নিজ গুণে টপকেছিলেন সেটাও। তারপর বিলেত থেকেই তিনি অর্জন করেছিলেন এর . আর. সি, পি, এল. আর .সি . এস এবং এল.এফ. পি . এস ডিগ্রী। বলাই বাহুল্য , তিনিই হলেন ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক যিনি তিন তিনটি বিদেশি ডিগ্রীর অধিকারীণী হতে পেরেছিলেন।

ডাক্তারি পাশ করার পর